(উপরের ছবি) জ্যাকব অ্যাণ্ড দি এঞ্জেল—১৯৪৩ শিল্পী : সভেটোশলাভ রোয়েরিখ
(নীচের ছবি) ভিলেজ ইন মাউন্টেন শিল্পী : নিকোলাস রোয়েরিখ

# প্রদর্শনী

## রোয়েরিখদের ছবি

সৌন্দর্যের আধার। লিওনারদো দা ভিঞ্চি তাই বলতেন—'যদি কোথাও যেতেই হয় ত প্রকৃতির কাছে যাও।' কারণ প্রকৃতির কাছ থেকেই তিনি পেয়েছিলেন অগাধ ঐশ্বর্য। অপরিসীম আনন্দ। আর এই প্রকৃতিকে নির্ভর করেই তিনি বিজ্ঞান সঙ্গীত চিত্রকলা ভাস্কর্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে সৃষ্টির নব নব আনন্দে মেতে উঠেছিলেন। এই অর্থে নিকোলাস রোয়েরিখ লিওনারদোর অনেক কাছাকাছি। তিনিও নিঃসঙ্গ প্রকৃতির নির্জন সৌন্দর্যকে ভালোবেসে খুঁজে পেয়েছিলেন বিজ্ঞান দর্শন সঙ্গীত চিত্রকলা ও জীবনকে। অসীমের আকর্ষণে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন দেশ-দেশান্তরে পর্যটকরূপে। এই বিপুলা পৃথিবীর অসীম রহস্যময় কৌতূহলের গভীরে সাধক গবেষকের মত অন্বেষণ করেছেন এক নতুন জগৎ ও জীবনকে। সে জগৎ অলৌকিক সৌন্দর্য ও অনুপম আনন্দের জগৎ। সে জীবন ধ্যানলব্ধ ঋষির মত উপলব্ধি ও আধ্যাত্মিকতার আলোকে আলোকময় জীবন।

সম্প্রতি বিড়লা একাডেমী তাদের প্রতিষ্ঠার নবম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আয়োজন করেছিলেন নিকোলাস রোয়েরিখ ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র সভেটোশলাভ রোয়েরিখের এক বিরাট মনোজ্ঞ চিত্র প্রদর্শনীর।

মোট ৪১টি নিদর্শনের ২৯টি নিকোলাসের ও অবশিষ্ট ১২টি সভেটোশলাভের আঁকা। পিতা পুত্র উভয়েরই চিত্রফলকের বক্তব্যে প্রস্ফুটিত হয়েছে দেবাত্মা হিমালয়ের অনিন্দ্যসুন্দর রূপ রহস্য। সে রূপ কখনও বা বরফাবৃত কিংবা রৌদ্রস্নাত, কখনও বা শ্যামল সবুজ অথবা মেঘাবগুন্ঠিত ঝাপসা-অস্পষ্ট।

আবার কখনও বা ফুলের মত সুন্দর পার্বত্য উপজাতীয়দের জীবন রূপলাভ করেছে চিত্রে। হিমালয় ছিল নিকোলাসের কাছে চিরন্তন অনুপ্রেরণার উৎস। সভেটোশলাভের কাছেও হিমালয় চির পুরাতন হয়েও চিরনতুন। সারাজীবনে নিকোলাস দেবাদিদেব হিমালয়ের বিচিত্র রূপকে এত রকমভাবে ধরে রেখে গেছেন তাঁর অজস্র বর্ণময় চিত্রে যে নিকোলাসকে 'মাস্টার অফ দি মাউন্টেন' বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। হিমালয়কে আশ্রয় করে এত বেশী চিত্র ইতিপূর্বে আর কোন শিল্পীর তুলিতে ফুটে ওঠেনি। তিনি আজীবন অন্তরঙ্গ অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছেন হিমালয়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে এবং ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীর মত সেই বিচিত্র অনির্বচনীয় দৃষ্ট রূপ সৌন্দর্য সুষমাকে মহিমান্বিত করে তুলেছেন রঙে রসে রেখায়।

চিত্রকলার ভাণ্ডারে নিকোলাসের সমগ্র জীবনের অবদান সাত হাজারেরও বেশি ছবি। এই প্রদর্শনীতে নিকোলাসের ২৯টি শিল্পকর্মেই প্রকাশিত হয়েছে হিমালয়ের জীবনকথা। তার মধ্যে ১৩টি ছোট কাজের (১৪নং থেকে ২৬নং) মধ্যে দিয়ে শিল্পী বিভিন্ন সময়ের হিমালয়ের আলো-ছায়া সঘন বিবিধ প্রত্যক্ষ রূপকে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন সুনিপুণ হস্তে। রচনারীতি অত্যন্ত বাস্তবানুগ। ঠিক যেমনটি দেখেছেন হুবহু তেমনটি পরিস্ফুট করেছেন নিঃসীম আন্তরিকতার সঙ্গে।

মাউন্টেনস পিক নামে আরও ছয়টি চিত্রে (৩নং থেকে ৮নং) নিকোলাস হিমালয়ের কতিপয় পার্বত্য শৃঙ্গের রূপকে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। এ সব দৃশ্যে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের শৃঙ্গ তুষারাবৃত বা তুষারবিগলিত পর্বত চূড়ার নিখুঁত রূপায়ণ ঘটেছে। নিঃসঙ্গ প্রকৃতির এই নির্জন কোলে বসবাসকারী মানুষের ছবিও মূর্ত হয়ে উঠেছে নিকোলাসের তুলির আঁচড়ে। এ প্রসঙ্গে ভিলেজ ইন

মাউন্টেন 'ওয়ারক্লিপিং বুদ্ধ ইন মাউন্টেন কেভ' স্নো মেডেন, স্টার অফ 'দি হিরো ঈগলস নেস্ট চিত্রের কথা মনে পড়ে। ব্লেসেজ অফ সাম্ভাবালা ও 'স্টাড় ফর দি জায়েন্ট' কল্পনা ও পৌরাণিক কাহিনীর সংমিশ্রণে অপূর্ব।

উদাস প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের রসাস্বাদন করেও নিকোলাস মর্তের মৃত্তিকার ধূলি-মলিন মানুষের ব্যথাদীর্ণ জীবনের সকরুণ চিত্র চিহ্নিত করতে ভোলেননি। এই প্রদর্শনীতে এই পর্যায়ের শিল্পীর একটি-মাত্র চিত্র দি ব্লাইন্ড মনে গভীর রেখাপাত করে। শূন্য জনপদে একটি মানুষ পদ্ম হাতড়াচ্ছে। যেন জলে ডোবা মানুষের মত খড়কুটোকে অবলম্বন করে বাঁচতে চাইছে। এ ছবি শিল্পী এঁকেছেন দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের পর অগণিত সাধারণ মানুষের অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করে। এই চিত্রটিতে একটি মানুষের চঞ্চল হৃদয়ের সহায়-সম্বলহীন ভাবটিকে শিল্পী সাফল্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রদর্শনীতে না থাকলেও এ প্রসঙ্গে শিল্পীর দর্শনীয় নিদর্শন ব্যানার অফ পিস ছবিটির কথা মনে পড়ে। চিত্রটি এক সময় সমগ্র পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল পিকাসোর গুর্নেনিকা কিংবা লিন্টনারদোর লাস্ট সাপার এর মত। দ্বিতীয় বিশ্ব মহা-যুদ্ধের মর্মান্তিক ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আরও অনেক শিল্পকর্মের মাধ্যমে শিল্পী প্রচার করেছেন শান্তির ললিত বাণী। তন্মধ্যে সেন্ট ফ্রান্সিস ও হোয়াইটার স্পিটার উল্লেখনীয়।

নিকোলাসের শিল্প ভাবনায় প্রকৃতি ও মানুষ যুগপৎ স্থান পেয়েছে। তিনি বিশ্ব-মানবতায় বিশ্বাসী ছিলেন বলেই তাঁর শিল্প-কর্মের বক্তব্য মহাজাগতিক। কারণ তিনি বলতেন—মানুষের সুখ নিহিত আছে সৌন্দর্যের মধ্যে। আর শিল্পকলা মানুষের ভেতরের নন্দন চেতনাকে উজ্জীবিত করে আত্মাকে শুদ্ধ করে। শিল্প অমর অসীম। এই শিল্পকলাই সব মানুষকে এক ঐশ্বরিক আধ্যাত্মিক বোধে মিলিত করবে। আর্ট মানে সৌন্দর্য সৃষ্টি। এই সৌন্দর্যের মধ্যেই আমরা এক হই ও ঈশ্বরের উপাসনা করি।

বস্তুত বিশ্বমানবিকতা আধ্যাত্মিকতা সৌন্দর্যবোধ ও ভালোবাসা নিকোলাসের শিল্পের মূলকথা।

নিকোলাসের জন্ম সেন্ট পেটার্সবার্গ-এ ১৮৭৪ সালে। এই শহরেই বাল্যশিক্ষা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন ইতিহাস ও আইন বিষয়ে পড়াশুনা করেন। নিকোলাসের পিতা ছিলেন অ্যাটর্নী। তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধেই নিকোলাস পড়াশুনা করেছিলেন এবং পরে আর্কিওলজি ও শিল্পকলা সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা শেষ করে রাশিয়ার প্রাচীন শিল্প নিদর্শনের ওপর গবেষণা শুরু করেন। গবেষণার সূত্র ধরেই তিনি ভারতে এসেছিলেন ১৯২৪ সালে। এবং ১৯২৮ সাল পর্যন্ত তিনি তিব্বত ও হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়েছেন সত্য ও সৌন্দর্যের সন্ধানে। জীবনের শেষ উনিশ বছর ভারত প্রেমিক এই রুশ সাধক হিমালয়ের কুলু অঞ্চলে অতিবাহিত করেছেন শিল্পের সাধনায়। এবং এখানে 'দি হিমালয়ান রিসার্চ ইন কুলু' নামে এক গবেষণাগার স্থাপন করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আরও যে সব সংস্থা নিকোলাস স্থাপন করেছিলেন তার মধ্যে ইন্টার ন্যাশনাল সোসাইটি অফ আরটিস্ট (চিকাগো) দি মাস্টার ইনস্টিটিউট অফ ইউনাইটেড আর্টস (নিউইয়র্ক) দি রোরিয়েখ মিউজিয়াম (নিউইয়র্ক) উল্লেখ-যোগ্য। ১৯৪৭ সালে নিকোলাস রোরিয়েখের মৃত্যু হয়। রাশিয়ায় রোরিয়েখ মিউজিয়াম নামে এক সংগ্রহশালা স্থাপন করা হয়েছে শিল্পী স্মরণে।

নিকোলাস রোরিয়েখের জীবনের অন্য-দিক সাহিত্য রসঘনতায় আচ্ছন্ন। সারা জীবনে তিনি ৩০ খানি পুস্তক লিখে গেছেন বিভিন্ন বিষয়ের ওপর। তার মধ্যে বিউটিফুল ইউনিটি, ফ্লেম ইন ক্লাইস হিমালয়াস—দি এবোড অফ লাইট, আলতাই হিমালয়াস দি জয় অফ আর্ট রসিক সমাজে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

শিল্পী সাহিত্যিক ও সর্বোপরি গবেষক নিকোলাসের সুযোগ্য পুত্র সভেটোশ্লাভ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন পরম নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে। বিড়লা একাডেমীর এই প্রদর্শনীতে সভেটোশ্লাভ এর ১২টি সুবৃহৎ তৈলচিত্র রসিক সমাজে নিশ্চয়ই সমাদর লাভ করবে। জীবনের উষালগ্নে তিনি প্রতিকৃতি অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত হলেও পিতার মত হিমালয়ের হাতছানিকে উপেক্ষা করতে পারেননি। প্রদর্শিত চিত্রগুলো সবই পাবত্য প্রকৃতির নৈসর্গিক সৌন্দর্য এবং পাবত্য উপজাতীয়-দের জীবনকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা সানসেট— ১৯৫৪ চিত্রে তুষারাচ্ছন্ন কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপরে অস্তগামী সূর্যের আবছা লাল রশ্মির ছটায় শিল্পী এক অতীন্দ্রিয় মায়াজাল রচনা করেছেন। কিংবা হোয়াইট সিটাডেল কাঞ্চনজঙ্ঘা— ১৯৫৪ চিত্রে শিল্পী আলো ছায়ার লুকোচুরি খেলার যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন তা চোখ মেলে দেখার মত। স্নাকরেড ফ্রুট— ১৯৫৫ নির্জন প্রকৃতির কোলে বংশী-বাদনরত রাখাল ছেলের সনাতন চিন মূর্ত হয়ে উঠেছে বিদেশী শিল্পীর তুলিতে। টয়েলিং বাই নাইট—১৩৩৯, রাত্রের অরণ্যময় অন্ধকার বন্ধুর পার্বত্যপথে একদল উপ-জাতীর মশাল হাতে যাত্রা, মনে গভীর রেখা-পাত করে। জ্যাকব অ্যান্ড দি এঞ্জেল—পৌরা-ণিক কাহিনী আশ্রিত এক অপরূপ চিত্র। হাসটেন—১৯৫৪-তে প্রচন্ড বেগবান অশ্বের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে গতিশীলতা ও শক্তি। ওভার দি পার্স এ বরফ ও তুষারের কোমল মোলায়েম ভাবটি লক্ষ্য করার মত। ইউ মাস্ট নট সী দিস ফ্লেমস ও ম্যান বি হোল্ড চিত্র দুটির রচনারীতিতে নতুনত্বের ছোঁয়া আছে। দি রেস—১৯৫৮ ভাব সম্পদে ঐশ্বর্যশালী। ল্যান্ডস্কেপ ১৯৫৯ টোন্যাল বিউটি উপভোগ্য।

প্রসঙ্গক্রমে সভেটোশ্লাভের আরও অনেক চিত্রের কথা মনে পড়ছে। তবে তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় ও উল্লেখযোগ্য কাজ হল সুবৃহৎ তিনটি চিত্র—হিউম্যানিটি ক্রুশিফায়েড হোয়াইটার হিউমানিটি ও হিউমানিটি রিলিজড। মানসিকতার মৃত্যু অসহায় মানুষের করুণ আর্তনাদ ও মানুষের মুক্তির পথনির্দেশ? চিত্র তিনটির মূল কথা। প্রতিকৃতির মধ্যে জহরলাল নেহরু সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ও মাদাম দেবীকারাণী রোরিয়েখ শিল্পগুণ সম্মিলিত। শিল্পী অঙ্কিত দেবীকারাণীর একাধিক প্রতিকৃতি রাশিয়ায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে।

পিতা পুত্র উভয়েই চিত্রে ব্যবহার করেছেন উজ্জ্বল রং। গাঢ় হলুদ বেগুনী সবুজ ও সাদা রং-এ ছবির ভাবটি বেশ জমাটি হয়ে উঠেছে। টেম্পারা ও তৈল উভয় মাধ্যমেই পিতা-পুত্র মনের উচ্ছ্বাসকে প্রকাশ করেছেন সম্পূর্ণ বাস্তবানুগ রীতিতে।

এক কথায় বলতে গেলে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও দর্শন ভারতীয় প্রকৃতি ও জীবনের অন্তর্নিহিত ভাবটি স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে ভারতসাধক নিকোলাস ও ভারত প্রেমিত সুভেটোশ্লাভের তুলির আঁচড়ে ও লেখনী স্পর্শে। তাই মনে হয় এই দুই শিল্পীর বাইরের অবয়ব রাশিয়ান হলেও ভেতরটা খাঁটি ভারতীয়।

প্রশান্ত দা

ঘড়ি
ও
গ্যারাণ্টিসহ ঘাড় মেরামত
রায় কাজিন এণ্ড কোং
জুয়েলার্স এণ্ড ওয়াচ মেকার্স
৪ বি, বি ডে, বাগ, কলি—১
ওমেগা ও টিসট ঘড়ির
অফিসিয়াল এজেন্টস্

# দেবীকারাণী

## জীবন দর্শনের আলোয়



গত সোমবার হঠাৎ একটা ফোন পেলাম শ্রদ্ধেয় সুকমলকান্তি ঘোষের কাছ থেকে বিড়লা একাডেমীতে একটা আর্ট এগজিবিশন হচ্ছে দেখেছে? দেবীকারাণীর স্বামী ডাঃ রোয়েরিচের। ওঁর বাবাও মস্ত বড় দার্শনিক শিল্পী। ওঁর শিল্পদর্শন ছিলো কি জান? প্রিমিটিভ যুগে মানুষ ও পশু থাকত অন্ধকারে গুহায়, জংগলে বাইরে হঠাৎ এসে রোদ পোহাত খাবারের জন্য হানাহানি করত। একদিন পাহাড়ের গায়ে কোনো প্রাণীর মূর্তি খোদিত হোলো। আর একজন তাতে রং লাগালো। জীবনে সেই প্রথম ছন্দের জন্ম হোলো। এই রকম সব ফ্যানটাসটিক আইডিয়া। ইউ মাস্ট সি দি এগজিবিশন। সংগে ওঁর স্ত্রী দেবীকারাণীও এসেছেন। ওঁর সংগে একটা ইন্টারভ্যু কর না? সি ইজ ভেরী ইন্টারেস্টিং।

...যথাসময়ে বিড়লা একাডেমীতে হাজির হলাম। সেদিন নিয়মানুযায়ী এগজিবিশন বন্ধ ছিলো—কিন্তু এর বাইরে ছিলাম আমরা মানে একদল সোভিয়েটবাসী যাঁরা ডঃ রোয়েরিকের সংগে দেখা ও গল্প করতে এসেছিলেন এবং আমি ও আর একজন সাংবাদিক যাঁরা গিয়েছিলাম শ্রীমতী দেবীকারাণীর বিশেষ আমন্ত্রণে।

এগজিবিশনে আগ্রহী হলেও তার চেয়ে বড় আগ্রহ ছিলো দেবীকারাণীর প্রতি। কোথায় দেবীকারাণী? কাউকে জিজ্ঞেস করতে হোলো না—চঞ্চল চোখ দুটো মুহূর্তেই স্থির হয়ে গেলো বিরাট হলের কোণে যেখানে আলোর মূর্তির মত এক অভিজাত মহিলা বসেছিলেন সেখানে। ওঁকে দেখে মনে পড়ে গেলো দিলীপকুমার রায়ের মাতৃস্তোত্রের একটি কলি—

'হে কনকোজ্জ্বল সবিতাবরণী
করুণাময়ী মা তামসহরণী'—

এহেন কোনো বরণই বোধহয় তাঁর মনে 'সবিতাবরণী'র কল্পনা এনেছিলো। আরও মুগ্ধ হলাম যখন তাঁর মনটির কাছাকাছি এসে অনুভব করলাম—আজকের এই ধূসর জীবনের মধ্যে দাঁড়িয়েও তিনি চির-সবুজ আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। অভিজাত পারিবারিক পটভূমিকা—শিল্পী স্বামীর ভাবনার সান্নিধ্য বাঙ্গালোরের কর্মব্যস্ত জীবন ও কুলুর নিস্তব্ধ শান্তি—সব মিলিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব স্থিতধী প্রশান্তি ও প্রাণোচ্ছলতার এক আশ্চর্য সমন্বয়। এই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের স্বাদে কর্মব্যস্ত চঞ্চল মনটা এক অবর্ণনীয় মাধুরীতে ভিজে গেলে।

দেবীকারাণীর অভিনয় গান ও ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ চারদশক আগে সারা দেশের রসিকচিত্তে দুলিয়ে দিতো এ খবর জানা ছিলো কিন্তু চিত্তহারিণী নায়িকা চলচ্চিত্র শিল্পীরূপেই প্রথমে চিত্রজগতে আসেননি। এসেছিলেন সেট ও কষ্টিউম বিভাগে প্রমোধ রায়ের সহকারী আর্ট ডিরেকটররূপে। এই কথাটা জানলাম যখন প্রশ্ন করলাম 'আপনার যেরকম কালচারাল ব্যাক গ্রাউন্ড শিক্ষাদীক্ষা তাতে শিক্ষা বিভাগ সংগীত নৃত্য চিত্রকলা তথা যে কোনো সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের শীর্ষে ব্যক্তিত্ব হয়ে জ্বলজ্বল করার কথা। কিন্তু কেমন করে আপনি এলেন চলচ্চিত্রে যা আজকে বিরাট স্বীকৃতি পেলেও তখনকার দিনে অন্ত্যজ শিল্প রূপেই বিদগ্ধ সমাজে অপাংক্তেয় ছিলো?

আমি তখন লন্ডনে পড়াশোনা করছিলাম। ওখানেই দেখা হয়েছিলো ফ্রি-ল্যান্স প্রডিউসর হিমাংশু রায়ের সংগে। উনি জার্মানীতে উফা কোম্পানীতে কাজ করছিলেন এ্যান্ড হি প্রেসড অন দি ইয়ং এডুকেটেড জেনারেশন টু জয়েন সিনেমা ইন এ সিরিয়াস ওয়ে। ওঁর ইচ্ছেতেই ওঁর কাজিন প্রমোধ রায়ের এ্যাসিস্টেন্ট হয়ে কাজ সুরু করলাম। তারপর তাঁরই আগ্রহে ছবিতে এলাম। প্রথম ছবি 'এ থ্রো অফ ডাইস' তারপর 'সিরাজ' 'লাইট অফ এশিয়া' 'অচ্ছুৎকন্যা' 'এ্যান্ড সো এ্যান্ড সো'।

ভারতীয় চিত্রকে আজকের এই অভিনয় প্রগতির যুগে পৌঁছে দেবার মূলে যাঁদের অবদান অপরিসীম হিমাংশু রায় তাঁদেরই একজন।

অসমীয়া উপন্যাসটির নাম সূর্য-মুখীর স্বপ্ন। লেখক সৈয়দ আবদুল মালিক। অনুবাদ অনিমা গুহ ও অমলেন্দু গুহ-এর।

কেরলের ভাষা মালয়ালমে লেখা উপন্যাসটির নাম নালুকেট্টু। লেখক এম টি বাসুদেবন নায়ার অনুবাদ নিলীনা আব্রাহাম-এর।

দুটি উপন্যাসেই স্বকীয় অঞ্চলের সমাজচিন্তা, মানসিকতা, মানসিকতা পরিবেশ, আধুনিক ভাবনা ইত্যাদি সুপরিস্ফুট। এ থেকে ঐ দুটি অঞ্চলের জীবন ও চিন্তাধারা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়।

কিন্তু এখানেও রয়েছে বিরক্তিকর ছাপার ভুল। অথচ দুটি বইয়ের ছাপা বাঁধাই ও কাগজ চমৎকার। এমন সযত্ন পরিশ্রমের ফসলে ভুল থাকা অবাঞ্ছিত। এতে শুধু পাঠ করই কষ্ট নয়, অন্য ভাষার সাহিত্য বোঝারও বাধা দেখা দেয়।

**শ্রবণ মঙ্গলম** (৩য় খন্ড)। সাধনাপুরী। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন ২ প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, কলকাতা—৩৬। মূল্য-বারো টাকা।

সন্ন্যাসিনী সাধনাপুরী শ্রবণ মঙ্গলম (৩য় খন্ড) শ্রীশ্রীঠাকুর বাণীরই সংকলন বিশেষ। আশ্রমের মধ্যে শ্রীঠাকুর যে সমস্ত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব দার্শনিক তত্ত্ব মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব সমাজ ও গার্হস্থ্য নীতি মানুষের দৈনন্দিন আচরণ বিধি, সদাচার শালীনতা ইত্যাদি বিষয়ে গল্পচ্ছলে আলোচনা করেছেন, সন্ন্যাসিনী সাধনাপুরী মা সেগুলিকে ডায়েরীতে ধরে রেখেছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে সেগুলি প্রকাশিত হয়েছে। প্রশ্নাত্তরে গভীর তত্ত্বের ব্যাখ্যা করায় বক্তব্য সহজ গ্রাহ্য ও বিশ্লেষণাত্মক হয়েছে।

**কলকাতা** '...৫। যুগ্ম সম্পাদক— দীপঙ্কর স্থানপতি, শৈবাল মহাপাত্র। সঙ্গম পাবলিসার্স, ৩৩।৩ই চেতলা সেন্ট্রাল রোড, কলকাতা—২। ছ' টাকা।

কলকাতা ৭৫ কুড়িজন নবীন লেখকের কুড়িটি গল্পের সংগ্রহ। সদ্য লোকান্তরিত কথাসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র গ্রন্থের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি অংশে প্রথমেই একথা জানিয়েছেন। জানিয়েছেন—গল্পগুলি নিজেরাই নিজেদের পরিচয় দেবে। তাদের সম্বন্ধে আগে থেকেই কিছু বলতে গেলে রসভঙ্গ হয়।' বস্তুত সংকলনভুক্ত গল্পগুলি পড়ার পর আমাদের রসভঙ্গের কারণ যথেষ্ট ঘটেছে। প্রথমতঃ এত মুদ্রণ-প্রমাদ অত্যন্ত বিরক্তিকর ঠেকেছে। দ্বিতীয়তঃ গল্পের নির্বাচন নিখুঁত হয় নি। বহু গল্প সংকলনভুক্ত হবার যোগ্য নয়। জীবন সরকার, মানস গুহ, দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় অমিয়ধন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ছয়-সাতজনের লেখা ছাড়া বাকি অধিকাংশ লেখাই কাঁচা—সংকলনভুক্ত হওয়ার মানে উন্নীত নয়।

**আরূঢ় ভণিতা**। অমলকৃষ্ণ গুপ্ত। অভী-প্রকাশন, ১০ কে এস রায় রোড, কলকাতা—১। মূল্য পাঁচ টাকা।

মোট আটটি সুলিখিত প্রবন্ধের সংকলন গ্রন্থ হল অমলকৃষ্ণ গুপ্ত রচিত আরূঢ় ভণিতা। এর মধ্যে এদেশীয় বিষয় হল রবীন্দ্র মানস ও সৌন্দর্যচেতনা বিদেশী কবিদের মধ্যে লেখক ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ ও শেলীকে নিয়েছেন। শেলীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি তুলনামূলক আলোচনার প্রসঙ্গ এনেছেন স্বতন্ত্র প্রবন্ধে। কশ্চিৎ কান্তা নামের প্রবন্ধে কালিদাসের মেঘদূত প্রসঙ্গের বিস্তৃত প্রমাণ ও যুক্তিনির্ভর আলোচনায় প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসুর আলোচনা তুলে বুদ্ধদেবের মতকেও যে কোন কোন ক্ষেত্রে আনা সম্ভব নয়, তা যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। উটের গ্রীবার মতো নামের প্রথম রচনায় প্রবন্ধকার একটি আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা সম্পর্কিত মনোজ্ঞ আলোচনা এনেছেন। প্রত্যেকটি প্রবন্ধই—কোন কোন মতের বিরোধিতার কথা মনে জাগলেও—সুলিখিত। লেখকের বহুপঠন ও আত্মীকরণ তাঁর রচনাগুলিকে যথার্থ প্রবন্ধের মর্যাদা দিয়েছে।

**প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার**। সপাদনা তরুণ সান্যাল। ভারত গণতান্ত্রিক জার্মাণী মৈত্রী সমিতি। ২৭ জি কলেজ ষ্ট্রীট। কোলকাতা—১২। দাম দু টাকা।

মানবতার শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শিল্প সব সময়েই মানুষের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। সমাজবাদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে ও বাঙ্গালী সাহিত্যসেবী এগিয়ে এসেছেন প্রতিবাদের ভাষা নিয়ে। ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে যখনই ফ্যাসিবাদ মানবতায় বিরুদ্ধে তার আক্রমণ শাণিত করতে চেয়েছে তখনই বাঙ্গালী কবিরা মুখর হয়েছেন, তার বিরোধিতায়। প্রকাশ করেছেন তীব্র ঘৃণা আর বিদ্বেষ।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মানবতার মহান বিজয়ের ত্রিংশতিতম বার্ষিকীর উদযাপন উপলক্ষে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বাঙ্গালী কবির লেখা ফ্যাসি বিরোধী কবিতার একটি সুনির্বাচিত সংকলন প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার'। সম্পাদনা করেছেন কবি তরুণ সান্যাল। সংকলনের প্রথম কবিতা রবীন্দ্রনাথের। শেষ কবিতা সিদ্ধেশ্বর সেনের। এই বিরাট কালপর্বের অন্তর্ভুক্ত অসংখ্য কবির মধ্যে তিরিশজন কবির কবিতা সংকলনের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। লেখক সূচীতে আছেন রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, দিনেশ দাশ সমর সেন, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় দক্ষিণারঞ্জন বসু, মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রাম বসু, সুকান্ত ভট্টাচার্য, এবং আরও অনেকে। সংকলনটি সুসম্পাদিত।

**ধর্ম-সমীক্ষা**। ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং, ৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৯। মূল্য আট টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত মহাশয় তাঁর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত কেশবচন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতামালার জন্য নির্দিষ্ট বক্তৃতাকেই সম্প্রতি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন ধর্ম- সমীক্ষা নাম দিয়ে। মোট তিনটি মূল ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিজ্ঞান ধর্ম, রাষ্ট্র আধ্যাত্মিক চিন্তা মর‍্যালিটী অদ্বৈতমত, বেদান্তসাধনার ধারা ইত্যাদি প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করেছেন। লেখকের পাণ্ডিত্য ও শ্রম মনন ও যুক্তি অভিনন্দনযোগ্য। বাংলা ভাষায় এমন দুরূহ বিষয়কে সহজগ্রাহ্য করার প্রয়াস খুব কমই দেখা যায়।

আপনার ছাত্রছাত্রীর জন্য পাঠ্যতালিকাভুক্ত করুন
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত
COMMON WORDS
॥ ছোটদের জন্য ইংরেজী-বাংলা অভিধান ॥
অসংখ্য ছবির সাহায্যে শব্দজ্ঞানের সঙ্গে বস্তুবোধের ব্যবস্থাসহ
এইরূপ অভিধান আর নাই। ॥ দাম চার টাকা ॥
॥ চতুর্দশ সংস্করণ চলিতেছে ॥
জেনারেল বুকস ॥ এ-৬৬, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—৭০০ ০০৭

'স্মার্টেনলি।'

আপনি বাংলা ছবি দেখেন?

নিশ্চয়ই। আগেও দেখতাম এবং এখনও দেখি সময় সুযোগ পেলে।

এ সম্বন্ধে আপনার ধারণা জানবার জন্য আমরা সবাই উৎসুক।

বাংলা ছবির পার্সোনালিটির প্রসংগে আমার প্রথমেই মনে আসে একটি মানুষের কথাই— কানন: শুধু ওর অভিনয় রূপ অথবা গানের জন্য নয়। ওর ওপর আমার বড় শ্রদ্ধা কেন জান? ও ফাঁকি দিয়ে বড় হয়নি। রেওয়াজ করেছে। ক্ল্যাসিক্যাল গানের ক্ষেত্রে রেওয়াজ বলে একটা কথা আছে জানো ত? জীবনের সুর নিয়ে ও সেই রেওয়াজ করেছে বলেই এতবড় হতে পেরেছে। আমি বাংলা ভালো পড়তে পারি না। তবু ওর অটোবায়োগ্রাফি কষ্ট করেও পড়ছি। কারণ এর মধ্যে নিজের জীবনকেও খানিকটা দেখতে পাব। ওরকম মানুষ কোথায় পাওয়া যাবে বল? —আমার পড়া হয়ে গেলে ওর জীবনী-গ্রন্থ আমি কুলুর লাইব্রেরীতে রেখে দেব। কুলুতে আমার একটা লাইব্রেরী আছে সেখানে পৃথিবীর সব দেশের রেয়ার কালেকশন অফ বুক আমি রেখেছি।

এখনকার যুগে সুচিত্রা উত্তমের অভিনয়? রিয়েলি ভেরী এক্সপ্রেসিভ। ডিরেকটর? সত্যজিৎ রায় ইজ গ্রেট। মৃণাল সেনও হাইলি গিফটেড ডিরেকটার।

মৃণাল সেনের মধ্যে ড্রিম আছে বলে মনে আবেদন রাখতে পারেন। কেউ কেউ বলেন ওর ছবি নাকি পলিটিক্যালি মোটিভেটেড। আপনার কি মনে হয়?

তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলব লেট হিম ড্রিম। আর কি বললে? অনেকে বলেন পলিটিক্যালি মোটিভেটেড? লেট দেম সে। ডোন্ট লেন্ড ইওর ইয়ারস টু দোজ সিলি থিংগস।

এখনকার ছবির সম্বন্ধে আপনার মতামত?

টেকনিক্যালি ইম্প্রুভড নিশ্চয়। থীমের দৈন্য? আছে মানছি। কিন্তু এর জন্য দোষ দেবে কাকে? আর্টিষ্টট আর নট টু বি বেলমড। আওয়ার আর্টিষ্টস আর ভেরী ট্যালেন্টেড। এই প্রসংগেই বলি বোম্বে ফিল্মস আর মোষ্টলি এন্টারটেনিং নো ডাউট।

কিন্তু প্রোডিউসাররা কি করবেন বল? আমাদের দেশ বড় গরীব। সেইজন্য এত টাকা ইনভেষ্ট করে কোনো রিস্ক নিতে এঁরা সাহস করেন না। এর রেমিডি? অস্থির হয়ে এদের গালিগালাজ করলে চলবে না। ধৈর্যের সংগে অপেক্ষা কর দেখবে নেচার উইল টেক ইটস ওন কোর্স। সব জিনিষেরই শেষ আছে। আমরা ভুল করলেও নেচার ভুল করতে পারে না। সামনের ছবিগুলো দেখ ত মন দিয়ে? কি দেখছ?

দেখলাম ওঁর [illegible]

রোয়েরিকের আঁকা কাঞ্চনজংঘার সূর্যাস্তের ছবি টোয়াইলিং টু নাইট যেখানে রাত্রির আলোর ঘন বেগুনী আভায় সোনালী রশ্মির আলো যেন অন্ধকারের বুক থেকে আবেগকে ছিনিয়ে আনছে। দেখলাম বিরাট তরঙ্গায়িত পর্বত নীলের কিনারায় সাদার রেখায়—সুগম্ভীর মর্যাদায় দাঁড়িয়ে।

কি দেখছ?

পর্বতের ম্যাজেষ্টি রাত্রির রূপ—

আর?

এর মধ্যে মিষ্টিক টাচ। তপস্যার নীরবতা। ওঁর আয়ত দুটি চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—

থ্যাংকু। আর কালার কম্বিনেশনে কি ফিল করছ?

পর্বতের—গ্র্যাঞ্জারের সংগে সংগে পরিবর্তনশীল মুড। বিভিন্ন সময়ে—ভয়ে ভবে বলি

দেয়ার ইউ আর। দি চেঞ্জিং মুডস অফ দি মাউন্টেন এ্যালং উইথ ইটস ম্যাজেষ্টি। ইজিনট? দ্যাট ইজ দি ষ্টাডি অফ মাউন্টেন অফ মাই হ্যাজব্যান্ড এ্যান্ড দ্যাট ইজ অলসো মাই ষ্টাডি অফ দি প্রেজেন্ট ট্রেংড অফ সিনেমা।

দ্যাখো ঐ পর্বতের ছবিটা ভালো করে। ওনলি দি মুডস আর চেঞ্জিং। বাট দি মাউন্টেন ইজ ষ্ট্যান্ডিং এ্যজ ইট ইজ উইথ অল ইটস ডিগনিটি।

শিল্পের ক্ষেত্রেও তাই। যুগধর্মকে অস্বীকার করলে শিল্প বাস্তবতা হারায়। অবাস্তব জিনিস মনকে স্পর্শ করে না। আবার এইসব অস্থিরতা কোলাহল অসংগতি এগুলো সাময়িক। পরিবেশের রি-এ্যাকশন। এগুলো চিরস্থায়ী হয় না। মানুষের আদর্শবোধ সৌন্দর্যের আরতি বিরাটের প্রতি শ্রদ্ধা—এইগুলো হোলো ফাণ্ডামেন্ট্যাল ট্রুথ। শেষ পর্যন্ত সেইটিই এসে সকল অসংগতির বেদনা ভুলিয়ে দেবে। ঘাবড়াচ্ছ কেন?

শোনো। এসথেটিকস নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামানোর দরকার নেই। নিষ্ঠার সংগে যে কোনো কাজ করলে এস্থেটিকস তার মধ্যে ফুলের মত আপনিই ফুটে উঠবে। জোর করে এস্থেটিকসের কথা বলতে গেলে শিশু শিক্ষার উপদেশের মত শোনায়।

চমকে তাকালাম শিল্পীর দিকে। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটি যেন কৌতুকে হাসছে: আর ওর লাল শাড়ী রাঙানো দুটি ঠোঁট লাল টিপও যেন সেই হাসিতে যোগ দেয়—ঠিক গানের সংগে তবলা সংগতের মতই।

আপনি লাল রং খুব ভালবাসেন। না?

অফ কোর্স রেড ইজ মাই ফেভারিট কালার বিকজ ইট মেকস ইউ লুক রিফ্রেশড। ইভেন হোয়েন ইউ আর টায়ার্ড।

প্রতিটি কথার কি সপ্রতিভ উত্তর আর কি মধুর ভংগিতে নির্মল সরলতায়। গানের

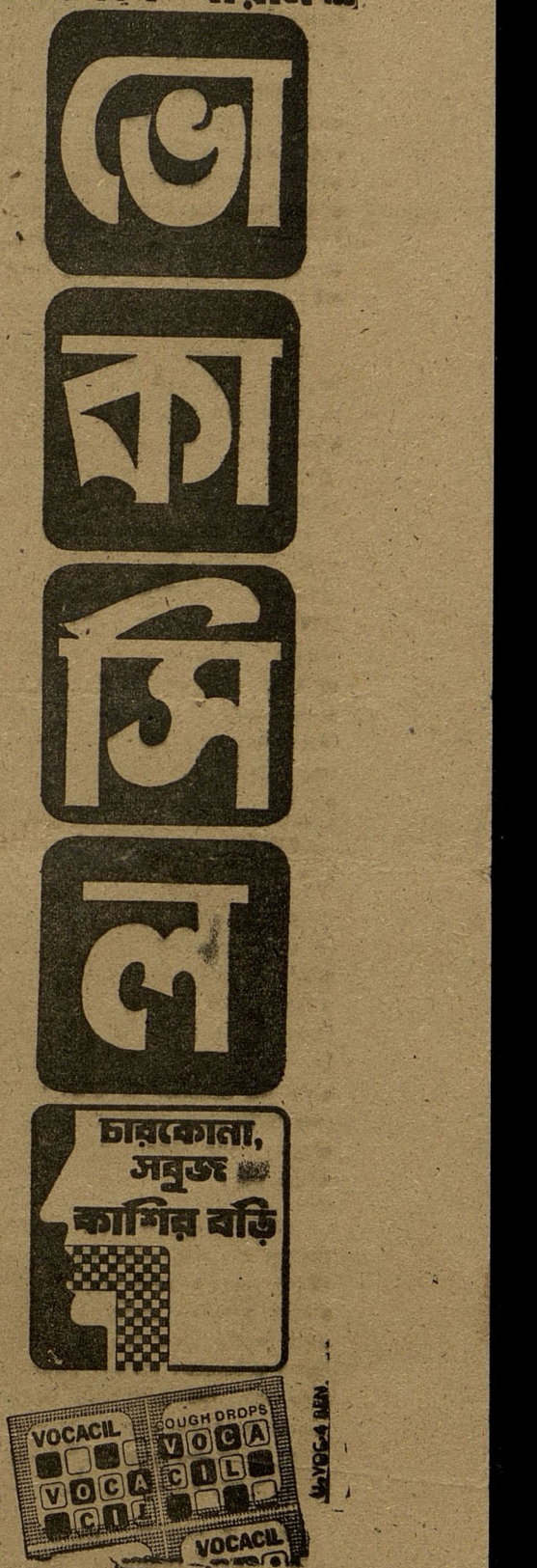

মত স্বভাবও কি পারে মানুষের বয়স ভুলিয়ে দিতে। প্রাণধর্মী শিল্পীর মনে পরিণত বয়স ও অভিজ্ঞতার এবং মনন-শীলতার সংযোগেই বোধহয় ও'র মনকে প্রতি পর্যায়ের মানুষের প্রতি এমন সংবেদনশীল করে তুলেছে। ও'কে যদি বলি করুণাময়ী? এতটুকুও বেমানান হবে না।

আমাদের সংগ্রাম জীবনের কথা শুনে বললেন—তোমাদের খুব স্ট্রাগল করতে হচ্ছে? ঈর্ষা রাজনীতি নীচতা সব কিছুর সংগেই? সংগ্রামের মাঝ দিয়ে না গেলে জীবনে কোনো বড় উপলব্ধির জন্ম হয় না। স্ট্রাগল আমরাও করেছি তোমরাও করছ ইউ আর টু ক্রিয়েট এ্যান্ড উই আর টু রি-ক্রিয়েট নাউ।

কি জিজ্ঞেস করলে? আর্ট—আর সিনেমার মধ্যে তফাৎ? খুব বেশী আব কি? দুটিরই উৎস এক। সেই নিজের আনন্দ বেদনা অথবা সৌন্দর্যের উপলব্ধিকে প্রকাশের আকাংখা। একটাতে আইডিয়া থেকে তাঁর রূপায়ণ অবধি সবই একলা হাতের কাজ। অন্যটায় অনেক হাত অনেক-গুলো ব্রেন অনেক চিন্তা কাজ করে। কাজেই প্রথমটিতে হার্মোনাইজেশন যতখানি সোজা দ্বিতীয়টিতে ততখানি নয়। অবশ্য এ নিয়মের ব্যতিক্রমও আছে। অনেক সময় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে একটা শক্তিশালী প্রতিভা অন্যান্য কমজোরীদের দোষ-ত্রুটিকে ভুলিয়ে দিয়ে ছবিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। এসব ক্ষেত্র কোনো নিশ্চিত মতামত দেওয়া যায় না।

ইউ আর সো কাইন্ড টু—এভরিবডি মুগ্ধ বিস্ময়ে বলি—

আনকাইন্ড হয়ে লাভটা কি হয়? প্রাইড কি আমরা সংগে নিয়ে যেতে পারি? কিন্তু—আমাদের এ্যাচিভমেন্টটাই থেকে যায়। —তুমি সাংবাদিক। ট্রাই টু ডু গুড ডিড এভরিডে। রিমেমবার মাই চাইল্ড ওনলি গড প্রেফারস দি গুড। নান্‌ য়ুড স্ট্যান্ড বাই ইউ! ওনলি গড প্রোটেকটস দি গুড। যার কাছে স্নেহ আছে মমতা আছে তার কাছে ভগবান আছেন। যার কাছে নেই তার কাছে ভগবান নেই।

তোমাদের মানে এখনকার ইয়ং জেনা-রেশনের জন্য আমার ভারী কষ্ট হয়। আমরা স্ট্রাগল করেছি কিন্তু আমরা কত মহৎ হৃদয়ের সংস্পর্শে এসেছি কত বিরাটপ্রাণ মানুষ দেখেছি তাঁদের আশীর্বাদ কাজের কত প্রেরণা জুগিয়েছে। তোমরা সেসব কিছুই পেলে না। সেই জন্যই এত সেনসিটিভ। একবার গোদাবরীর তীরে পলাশ বনে চাঁদের আলো দেখেছিলাম যতদূর দৃষ্টি যায়। সে যে কি সুন্দর ইউ কান্ট ইম্যাজিন—

এখন ত গাছপালা সব কেটে দেওয়া হচ্ছে। এরপর কোথাও সবুজের চিহ্নও বোধহয় দেখতে পাব না—আমি শিল্পীর আবেগে বাধা দিয়ে বলি—

ওঃ গড—হোয়াট এ পিটি। —কপালে মৃদু করাঘাত করে দেবীকারাণী বলেন।

হঠাৎ ও'র সামনের দিকে দৃষ্টি গেলো একটু দূরে সৌম্য মূর্তি মিঃ স্বেটোস্লাভ রোয়েরিক একদল সোভিয়েট তরুণ-তরুণী ও শিশু পরিবৃত হয়ে দাঁড়িয়ে—এগজি-বিশনের প্রত্যেকটি ছবি সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। স্নিগ্ধ হাসির আলোয় শিল্পীর মুখখানি মধুর হয়ে ওঠে দেশের লোকদের পেয়ে উনি কিরকম আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছেন দেখছ? —মিঃ রোয়েরিকের আনন্দের ছোঁওয়া—তাঁর সহধর্মিণীকেও যেন তাজা করে তোলে—

আমার স্বামীকে রাশিয়ানরা দেবতার মত ভক্তি করে। লেনিনগ্রাডের কাছে ও'দের বিরাট বাড়ী ওরা আমাদের বাবা নিকোলাস রোয়েরেকের স্মৃতিতীর্থ করে রাখবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাড়ীটির নাম ঈশ্বর।

বাবার মাতৃভূমি রাশিয়ায় হলেও অন্তরটা ছিলো খাঁটি ভারতীয়। তিনি ভারতীয় ঋষির মতই থাকতেন। ভারত ও রাশিয়ার আত্মার মিলন ঘটেছে তাঁরই ভালবাসায়। সকল দেশের মানুষের মধ্যে শান্তি ও মৈত্রীর বন্ধন সৃষ্টির প্রচেষ্টায় তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। দুটি সিম্বল তিনি সৃষ্টি করেছিলেন—সংস্কৃতির মাধ্যমে একটি নতুন জগৎ সৃষ্টি করার জন্য। প্রথমটি হোলো ব্যানার অফ পিস দ্বিতীয়টি 'প্যাকস কালচারা' (কালচারাল প্যাক্ট অফ পিস)। প্রথমটি সাদা পতাকায় তিনটি লাল বিন্দু—শিল্প বিজ্ঞান ও ধর্মের প্রতীকরূপে। ঐ তিনটি নিশানা অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎকেও বোঝায়।—আর 'প্যাকস কালচারা'-র জনপ্রিয় নাম ছিলো রোএরিক প্যাক্ট। এটা একটা সিরিয়াস ইন্টারন্যাশন্যাল এগ্রিমেন্ট যুদ্ধের সময়ে সকল দেশের কালচারাল প্রপার্টিকে রক্ষা করার অংগীকার। ১৯৩৫ সালে সারা পৃথিবীর পঁয়ত্রিশটি জাতি এই চুক্তিপত্র গ্রহণ করে এবং একুশটি জাতি স্বাক্ষর দিয়েছিলো। এর মধ্যে ইউ এস এ-ও ছিলো।

বাবা সারা পৃথিবী ঘুরেছেন শেষ অবধি ভারতবর্ষকেই বেছে নিলেন আপন দেশরূপে। জীবনের শেষ উনিশ বছর তিনি হিমালয়ের শান্তি নিলয় কুলুতেই কাটি-য়েছেন এবং এইখানে বসেই শিল্পের সেবা করে গেছেন। সারা বিশ্ব তাঁর জন্ম শত-বার্ষিকী পালন করেছে কিন্তু বেশী করেছে রাশিয়া ও ভারত। সাইবেরিয়ার অলতাই পাহাড়ে নিকোলাস রোয়েরিকসের একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি আর শান্তি পতাকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে নাম দিয়েছে 'মাস্টার অফ মাউন্টেনর্স'— আবার গর্বিত রোএরিকসের দিকে চেয়ে বলছেন—'উনি ওধারে আড্ডা দিচ্ছেন আর আমি এখানে আমার প্রেস কনফারেন্স করছি'—

দিলিপদা একবার খুব দুঃখ করে-ছিলেন আপনার গানের গলা এত সুন্দর ছিলো। আপনি কেন গান গাইলেন না?'

আবার কপালে করাঘাত গড। দেয়ার আর সো মেনি ফেজেস অফ লাইফ দ্যাট ইট ইজ ডিফিক্যাল্ট টু ডিসাইড হুইচ ওয়ান ইজ টু বি অ্যাকসেপ্টেড।'

'যামিনী রায়ের ছবি আপনার কেমন লাগে?'

'শুধু ছবি নয় মানুষটি এবং তাঁর আইডিয়াকেও আমি ভালবেসেছিলাম। ও'র ছবি রিয়েল ফোক আর্ট। এই অভিনব ফর্ম অফ এক্সপ্রেশনের সংগে উনিই শিল্পরসিকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। ভারতীয় জীবনকে তিনি অন্তরের সংগে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছিলো।'

'আপনি কুলুতে খুব পিসফুল লাইফ লিড করেন বলেই এত চিন্তাশীল।'—

'পিসফুল লাইফ? ওঃ নো। পিসফুল লাইফ ইজ স্টাগনান্ট। আই লাইক পিসফুল স্টেট অফ মাইন্ড। আই এ্যাম ভেরী বিজি উইথ মাই অফিস ওয়ার্ক এ্যাট ব্যাংগালোর।'

'কসের অফিস?'

এগ্রিকালচারাল ফার্ম। আমি ছমাস ব্যাংগালোরে থাকি বাকী ছমাস কুলুতে।

'ইউ স্টে ফার ফ্রম দি ইগনোবল কন-ফ্লিকটস অফ আওয়ার ওয়ারলড।'

টু সাম এক্সটেন্ট ইউ আর ট্রু। হোয়েন ইউ কাম ফ্রম হিমালয়া উই ফিল লাইক বিয়িং থ্রোন টু দি ডাস্টবিন। কিন্তু জীবনকে ত অস্বীকার করা যায় না? সকলকে বোঝবার চেষ্টা কর। দেখবে অনেক যন্ত্রণা কমে যাবে।.........কিন্তু ও-কি? রোয়েরিক সেই থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছেন ত করছেনই? ওখানের মিউজিয়াম ইন চার্জ যে ভদ্রলোক ছিলেন তাঁকে ডেকে বললেন 'ওর কাছে একটা চেয়ার পাঠিয়ে দিন না? বলুন উনি টায়ার্ড ফিল করবেন। বসে বসে কথা বলুন। দু-মিনিট বাদেই ভদ্রলোক হাসতে হাসতে এসে বললেন 'আপনার ট্রিকস ফেলিওর ম্যাডাম। ডক্টর রোয়েরিক বললেন 'আমি মোটেই টায়ার্ড ফিল করছি না। মাদাম ওয়ানটস মি টু সিট বিকজ সি ইজ সিটিং।'

আবার সেই মুখে ফুটে ওঠে স্নিগ্ধ হাসির উদ্ভাস। একজনের সেবার উত্তরে অপরের স্নেহসিক্ত কৌতুকে পারস্পরিক বোঝাপড়ার একটি মধুর ছবি ফুটে উঠলো যেন।

'আজ চলি?'—

'লেট গড বি উইথ ইউ।'—

সন্ধ্যা সেন

Roerich.

Kannada Prabha Dt. 23.10.74

4



**ಸೂಕ್ತಿ**

ಜನತೆಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗುವುದು ಅಪರೂಪ.

-ಎಡ್ಮಂಡ್ ಬರ್ಕ್

ಕನ್ನಡಪ್ರಭ

ಬೆಂಗಳೂರು

## ಉಕ್ಕಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಹಿಂಜರಿತ

ಪ್ರಪಂಚದ ಕೆಲವು ಮುಂದುವರಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಹಿಂಜರಿತವು ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳು ಇದ್ದಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸೂಚನೆಗಳು ಸಾಚಾ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಶಂಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಏದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ "ಉಕ್ಕಿನ ಹಂಚಿಕೆಯ ಹೊಸ ನೀತಿ"ಯ ಕುರಿತು ನಡೆದ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಶ್ರೀ ಟಿ. ಘೋಷರು ಆಡಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಈ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಿವೆ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ, ಈ ತನಕ ತೀವ್ರ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಉಕ್ಕು ಈಗ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಉಕ್ಕು ಅಲಾಟ್ ಆದವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹಿಂಜರಿತದ ಸೂಚನೆಗಳಿದ್ದು, ಉಕ್ಕಿನ ಮೇಲಿನ ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವಾದೀತೆಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಇದ್ದ ಉಕ್ಕಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಯವಾಗುವಂಥ ವಿದ್ಯಮಾನವೇನೂ ಉಂಟಾದಂತೆ ತೋರದು. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧವು ಉಕ್ಕಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕನ್ನು ಬಳಸುವ ತಯಾರಕರ ಮೇಲೆ ದ[illegible]ಣಾಮ ಬೀರಿರುವುದು ದಿಟ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದಷ್ಟೇ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರಲಾರದು. ಶ್ರೀ ಘೋಷರೇ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಉಕ್ಕಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಟನ್‌ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಅಂದಾಜಿದ್ದರೂ, ಎರಡು ಕೋಟಿ ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಾಗ, ಉಕ್ಕಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಅಭಾವವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ, ತನ್ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ವ್ಯವಹಾರವು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆ, ಅಕ್ರಮ ದಾಸ್ತಾನುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾಪಾಲನೆ ಶಾಸನವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉಕ್ಕಿನ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪತ್ತೆಗೂ ಬಳಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಅಂಥ ಕ್ರಮವು ಉಕ್ಕಿನಂತೆಯೇ ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಡೆದರೆ, ಇಂದು ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಅಭಾವ ಮತ್ತು ವಿಪರೀತ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ.

### ಪ್ರತಿ ಚಳವಳಿ ಮದ್ದಲ್ಲ

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ನಾರಾಯಣರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ಚಳವಳಿ ಆರಂಭಿಸುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಿರ್ಧಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಮದ್ದಲ್ಲ.

## ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ. ನಾಯಕರ ಮನವಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ಅ. 22—ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಬಿ. ಕೆಂಚೇಗೌಡರನ್ನು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ್ದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಯಕರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

125 ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಪಕ್ರಿಯಾಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕಂಡಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಯೋಗದವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸಹಕಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕೆಲವು ಡೈರೆಕ್ಟರುಗಳು ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಹಿತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸದ[illegible]ರಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಡೈರೆಕ್ಟರುಗಳ ಮಂಡಲಿಯನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಡೈರೆಕ್ಟರುಗಳ ಮಂಡಲಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಬಿ. ಕೆಂಚೇಗೌಡರು ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಡೈರೆಕ್ಟರುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಿಯಮಿತ ಠೇವಣಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 82 ಸಾವಿರ ರೂಗಳ ಬಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಎಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭೂಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಷೇರುಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಸಹಕರಿಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 50ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳ ಷೇರು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಿದೆ.

ಡೈರೆಕ್ಟರುಗಳ ಮಂಡಲಿಯನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಷೇರು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹಕಾರ ನೀ[illegible]ದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ನಿಯೋಗದವರಿಗೆ ಭರವಸೆಯಿತ್ತರೆಂದು ನಿಯೋಗದವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾರಂಗಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಲೆವಿ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದೂ ನಿಯೋಗದವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

## ಧಾರವಾಡ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ

ಧಾರವಾಡ, ಅ. 22— ಇಲ್ಲಿನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಅಖಿಲ-ಭಾರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಧಾರವಾಡ ಶಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು 1036 ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹಿ ಉಳ್ಳ ಮನವಿಯೊಂದನ್ನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಶ್ರೀ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ



ದಿ. ನಿಕೊಲಾಸ್ ರೋರಿಚ್ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಷ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ರಷ್ಯದ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಾಹಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾ. ಎಂ.ಟಿ. ಕೌಸ್ ಮಿನ ಅವರು ಡಾ. ಸೆಟ್‌ಸ್ಲಾವ್ ರೋರಿಚ್ ಅವರಿಗೆ ರಷ್ಯದ ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವರು.

### ಹಾಸನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ

## ಶುಲ್ಕ ಇಳಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ, ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ: ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರ ರಾಜೀನಾಮೆ

ಹಾಸನ, ಅ. 22— ಇಲ್ಲಿನ ಮಲೆನಾಡು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಲೇಜು ಶುಲ್ಕ ಇಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಸಿ, ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ, ಮಾತುಕತೆಗಳ ನಂತರವೂ ತಮ್ಮ ಮೊಂಡುತನವನ್ನು ಬಿಡದ ಕಾರಣ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲಿಯ ನಾಲ್ವರು ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಇಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಇತ್ತರು.

ಸರ್ವಶ್ರೀ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಸಿ. ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಜಿ. ಎಲ್ ನಲ್ಲೂರೇ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಎಸ್. ನಂಜೇಶ ಗೌಡ ಅವರು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಇತ್ತು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರ.

ಕಾಲೇಜು ಶುಲ್ಕವನ್ನು 450ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 600 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಸಿದುದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ, ಕಾಲೇಜಿನವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿನ್ನೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಸಿ, ಶ್ರೀ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೂರಿದರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡಲೇ ಬಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆತಂದರೆಂದೂ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ಗಲಭೆ ನಡೆದಾಗ ಊರಿನಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಊರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ, ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಂಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ

ತಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಂಟ್‌ಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿಯೂ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಬರುವವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಅವರು ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆದರೆ, ಇದರಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊರಬಂದು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರ ಕಚೇರಿಯ ಮೇ[ಲೆ] ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟದಿಂದ ಶ್ರೀ ಡಿ. ಬಿ. ಬಸವೇಗೌಡ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆಯೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡ ಶ್ರೀ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಇತ್ತರೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

## ನ. 3 ರಂದು ಗದಗದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

ಗದಗ, ಅ. 22— ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ಪುರಸಭೆಯು ನವೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಡಿ. ಜತ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿದೆ.

ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಾಡೆಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲನ್ನು ಶ್ರೀ ಜತ್ತಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ಕೌಟ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಕೌಟ್ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ

## ರೋರಿಚ್‌ರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ: ತಾಯಿನಾಡಿನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅ. 22— ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದ ಶ್ರೀ ಸ್ವೆತಸ್ಲಾವ್ ರೋರಿಚ್‌ರಿಗೆ ನಾಳೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಲಿವೆ.

ಈ ವರ್ಷ ಅವರ ತಂದೆ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದ ನಿಕೊಲಾಯ್ ರೋರಿಚ್‌ರ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿಯನ್ನು ಸೋವಿಯೆತ್ ರಷ್ಯ, ಭಾರತ ಮತ್ತಿತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ರಷ್ಯದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನ ನಗರಕ್ಕೆ ಇಂದು ಬಂದು ಶ್ರೀ ರೋರಿಚ್‌ರ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರು ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ಒಯ್ಯಲಿದೆ.

ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ರಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಾಟಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ರೋರಿಚ್‌ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರಷ್ಯದ ಕಲಾ ಅಕೆಡಮಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಂದು ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋವಿಯೆತ್ ರಷ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಫರ್ತ್ಸೇವಾ, ಸೋವಿಯೆತ್ ಕಲಾ ಅಕೆಡಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಆ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ರೋರಿಚ್‌ರ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋವಿಯೆತ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಜನರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಿಳನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೋವಿಯೆತ್ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಡಾ|| ಸ್ವೆತಸ್ಲಾವ್ ರೋರಿಚ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಿಕಾರಾಣಿ ರೋರಿಚ್ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ರಷ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ.

### ಉಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ವಿಚಾರಣೆ

## ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅ. 22— ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಹೇಳಲು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಅವರು ಇಂದುಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಉಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಮೊಕದ್ದಮೆ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವು ಮೂಡಿತು.

ಈ ಹಿಂದೆ ದರ್ಜಿಯೊಬ್ಬ ಕೂಡ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿದ್ದ.

"ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊಲೆ ನಡೆದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸರ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ನುಡಿದರಲ್ಲದೆ, "ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಅಡಿಷನಲ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಜಡ್ಜ್ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ನಾಗಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂರನೇ ಅಪಾದಿತ ವೆಂಕಟೇಶನ ವಕೀಲ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎನ್. ಬ್ಯಾಟಪ್ಪ ಅವರ ಪಾಟೀ ಸವಾಲಿಗೆ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, "29-8-1973ರಿಂದ ಸೆ. 4ರವರೆಗೆ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮೂರು ಜನ ಆಪಾದಿ

## ೨೪

"ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಾದ ವಿವಾಹ, ಆಸ್ತಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಪಾಲಾಗುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯರ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಕಿರಿಯರ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನು ಕೇಳದೇ ಹಿರಿಯರೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರುವುದು ಉಂಟು. ಅಂದರೆ ಹೊಳೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಆ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯರು ಹೊಳೆಯನ್ನು ದಾಟಲು ಹೊರಟಿರುವ ಎಳೆಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಆಳವಿದೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿವೇಕ ಹೇಳಬೇಕಾದುದು ಕರ್ತವ್ಯ.ಕೇಳುವವರು ಆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಹೇಳುವುದು ಹಿರಿಯರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಎಂದಾದರೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ವಿರುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಕಿರಿಯರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಿರಿಯರ ಮೇಲಿದೆ. ಅವರ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನು ಅರಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದು ವಿವೇಕಶಾಲಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಹೀಗಾಗದೆ ಹಿರಿಯರ ಕಿರಿಯರ ನಡುವೆ ಕಂದಕ ಹಿಗ್ಗುತ್ತಿದೆ, ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿವೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಲ್ಲಿ ಬಂತು"

ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪುರಾಣಿಕರ ಜ್ಞಾತಿಯೋರ್ವರ ಮಗಳು ಜಾನಕಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಳು.

"ಮದುವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಗಿರುವುದು ಹುಡುಗರಿಂದ. ತಾನಿರುವ ಕಡೆಕರೆಸಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಸಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿ ಬಿಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಹುಡುಗನಿಗಿದೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಯಜಮಾನಿಕೆಯ ಪಟ್ಟ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಆಗಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರೇ ಬಾಳು. ಐದಾರು ಹೆಣ್ಣುಗಳಿರುವ ಮನೆಯವರ ಪಾಡು ವಿವರಿಸುವುದು ಬೇಡ.ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಏನು ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆಯೋ ಅಂತ ನನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗುವವರೆವಿಗೂ ದೇವರನ್ನು ಶಪಿಸಿದೆ" ಖೇದದಿಂದ ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದಳು. "ತಂಗಿಯರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಕತೆ ಮುಗಿದಂತೆ"

"ನೋಡಮ್ಮ ಜಾನಕಿ, ಹೆಂಗಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀನು ವಿವಾಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ತಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹುಡುಗರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಬಡ ಹುಡುಗ ಸಾಹುಕಾರರ ಹುಡುಗಿಯ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಬಹುದು. ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಚರ್ಚಾಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವಿಷಯದಬಣ್ಣ ಪ್ರತಿಬಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾ ವಾದ ಮಾಡಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೀಗೆ ಬದುಕಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿಂತಿದೆ. ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೊರಡುವ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೇನೂ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭ್ರಮಾರಹಿತರಾಗುವ ಮಾತು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಹಾಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆ ಮರಿಯೂ ಸುಂದರವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನನ್ನು ನಾಲ್ಕಾರು ಮಂದಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಾಗ ಕಾಲುನೆಲದ ಮೇಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದುರೀತಿಯ ಜನ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಆದಾಯವಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಜಮೀನ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಗಂಡನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಎಂತಹದೋ ಕೆಲಸ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಖದ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಈ ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಮದುವೆ ಹೇಗಾಗುವುದು?

ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಪರಸ್ಪರ ನೋಡುವ ಸಮಾರಂಭ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರು ಆರಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರಾಯ್ತು. ವಿವಾಹವೂ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬಹಳ ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನೂ ಸುಖವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದ ಸಮಾಜದ ರೀತಿ ಹಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗಂಡಿ

# ಅರ್ಧ

**ಎನ್. ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜ**

ಗೂ ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ತನ್ನದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿದೆ. ಆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದುಕ ಹೋದರೆ ಸರಿ ಎನ್ನುವ ಭ್ರಮೆ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವಾಂಶವೂ ಇರಬಹುದು. ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಗಂಡು ಮದುವೆಯಾಗಲೇಬೇಕೆಂಬುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯ ಜೂಜಿನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸೋಲುಗೆಲುವು ಇದೆ. ಲಕ್ಷಣವಾದ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವಲಕ್ಷಣದ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುವುದು ಇದೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪ್ರೇಮ ಕುರುಡು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಇದಕ್ಕೆ. ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನೆಗೆ ಗಂಡು ಬಂದು ನೋಡುವುದು ಅಥವಾ ತಾನಿರುವ ಕಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕರೆಸಿ ನೋಡುವುದು ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ತಾನು ಕನಿಷ್ಠ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ದ್ರೌಪದಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹಾರ ಹಾಕಿದಾಗ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ ಗಂಡುಗಳಿಗೆ ನಿರಾಶೆಯಾಗಲಿಲ್ಲವೆ! ಸಮಾಜದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ನಡವಳಿಕೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಸಮಾನ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಬದುಕಿನ ಅಳಿವು ಉಳಿವಿನ ಮಹತ್ತರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮೇಲಾಗಿ ಜಾತಿ ವಯಸ್ಸು ಉದ್ಯೋಗ ಪುನರ್ವಿವಾಹ, ವಿಧವಾ ವಿವಾಹ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ತೊಡಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ತೊಡಕುಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಡಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಭ್ರಮೆಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬೃಹತ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ

### ದೈನಿಕ ಧಾರಾವಾಹಿ

ಯನ್ನು ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗನನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಾಧಾರಣ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತರುವ ಹುಡುಗ, ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲದ ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಡಾಕ್ಟರು ಆಗಿರುವ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾಗ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಹೆಣ್ಣು ಸಹಾ ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಡಾಕ್ಟರರನ್ನೇ ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಅವನ ಅಧಿಕಾರ ವಿದ್ಯೆ ಹಣದಿಂದ ತಾನು ಮೋಜು ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದು. ಈ ಭಾವನೆಗೆ ಗಾಳಿ ಹಾಕುವವರು ಹಿರಿಯರು. ಹಾಗಾದರೆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಗಂಡಿನ ಲಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯವೆ? ಹಣ ಅಧಿಕಾರ ಮುಖ್ಯವೆ? ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬಾಳಿಗೆ ಎರಡೂ ಬೇಕು ನಿಜ. ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮನೆಯವರ ಇತಿಮಿತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಗಂಡುಹೆಣ್ಣು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡದಿರುವುದೇ ತೊಳಲಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ"

"ಹಾಗಾದರೆ ಹಿರಿಯರು ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆ, ಎಂತಹದೋ ಸಂಬಂಧ ನೋಡಿ ಮಾಡಿಕೋ ಅಂದರೆ ಕುರಿಯ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕೆ?"

"ನನ್ನ ಮಾತು ನಿನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ವರಕ್ಕೆ ತೊಂಭತ್ತು ಭಾಗ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಬಡವರಾಗಿದ್ದು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಲ್ಲದ ಗಂಡನ್ನು ಆರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರಿಸಿದ್ದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಬೇಕು"

"ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ಅರಿತು ಪ್ರೇಮಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ"

"ಜಾನಕಿ ತತ್ವಶಃ ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಶೀಲಚಾರಿತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ಅರಿಯಲು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಧರ್ಮ ಕೆಲವು ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿವೆ. ಮುಂದುವರಿದ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರವಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ದುರುಪಯೋಗವಾಗುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು"

"ಹುಡುಗರ ಪಾಳೆಯಗಾರತನಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ"

"ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಗಂಡಸಿನಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ. ಸಾವಿರ ಕುದುರೆ ಸವಾರನಾದರೂ ಮನೆಯ ಹೆಂಡತಿಯ ಗುಲಾಮಗಾದೆಯ ಮಾತು. ಸಾವಿರ ಕುದುರೆಯ ಸವಾರನನ್ನು ತನ್ನ ಗುಲಾಮನನ್ನಾಗಿ (ಕಾಸಿನದಾರ) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಮಾನಸಿಕವಾದ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮದುವೆ ಮಾನವನ ಜೀವನವನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಒಂದು ಹಂತ ನಿಜ.

(ನಾಳೆ ಸಂಚಿಕೆ ನೋಡಿ)

## ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂದುಗಳ ರಿಪೇರಿ ನ. ೩ ರಿಂದ ಆರಂಭ

ನವದೆಹಲಿ, ಅ. 22—ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಗಡಿ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಹಾಳಾಗಿರುವ ಗಡಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳು ನವೆಂಬರ್ 3ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಿವೆಯೆಂದು ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯ ಮೂಲದ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಪಂಜಾಬಿನಿಂದ ಗುಜರಾತಿನ ವರೆಗಿನ ಪಶ್ಚಿಮದ ಗಡಿಯ ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ರಿಪೇರಿಕಾರ್ಯ ಈವರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳದಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಅದು ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ.

ಈ ಗಡಿ ಸ್ತಂಭಗಳ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯ[illegible]ನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೊರತಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

## ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಹುತಾತ್ಮ ಪೊಲೀಸರ ದಿನಾಚರಣೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಅ. 22— ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಲಾಗಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಯತನಕ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದು ಅಸುನೀಗಿದ ಪೊಲೀಸು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನ"ವಾದ ನಿನ್ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಸ್ಮರಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಂದು, ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಪೆರೇಡಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಗಡಿ ರಕ್ಷಣಾ ದಳ, ಕೇಂದ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ, ಭಾರತ-ಟಿಬೆಟ್ ಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ [illegible] ದೆಹಲಿ ಪೋಲೀಸ್‌ನ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಪೊಲೀಸರ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದರು.

ಹುತಾತ್ಮರ ಸ್ಮಾರಕದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಗಳನ್ನರ್ಪಿಸಿದರು.

ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯ ಮಿತ್ರಮಂಡಳಿ
ಸುಭಾಷ್ ನಗರದಲ್ಲಿ
ಇಂದು ಸಂಜೆ 6-35ಕ್ಕೆ
ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯನವರು ರಚಿಸಿದ
ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ
ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯನವರು ಮೈಲಾರಿ ಮತ್ತು ಕಸ್ನನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ

ಅಪರಿಚಿತ ಯುವಕ–ಯುವತಿಯರಿಬ್ಬರ ಮನೋಲ್ಲಾಸಕರ ಪ್ರಣಯಭರಿತ ಜೀವನದ ಸುಂದರ ಕಥೆಯು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಖ್ಯಾತ ನಟ ರಾಜೇಶ ಖನ್ನರೊಂದಿಗೆ ಜೀನತ್ ಅಮನ್!



ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ
ಬೆಂಗಳೂರು
ಸಂತೋಷ್ · ನಂದಾ
ನಳಂದ · ಸುಜಾತ
ಲಾವಣ್ಯ · ಗೋಪಾಲ್
ಸಾಮಂತ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ರವರ
ಅಜನಬಿ
ಸಂಗೀತ ಆರ್. ಡಿ. ಬರ್ಮನ್
ನಿರ್ದೇಶನ ಶಕ್ತಿಸಾಮಂತ್
ಸಂತೋಷ–ಅಪ್ಸರ–ಸಂಗೀತ್‌ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆ. 10-15ಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಾಳೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ರಿಂದ 12-30ರವರೆಗೆ ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಟು.

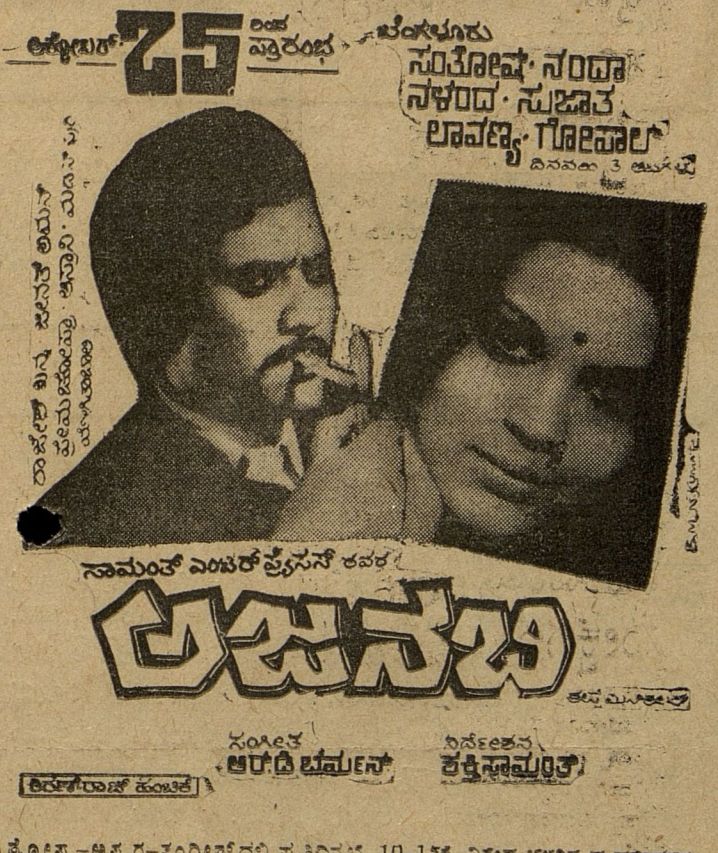



ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ
ಬೆಂಗಳೂರು
ಸಂಗಮ್
ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಏರ್‌ಕಂಡಿಷನ್ಡ್ ಥಿಯೇಟರ್
ಉಮಾ
ರವಿಚಿತ್ರ ರವರ
ನಿಷ್ಪಲಾಪಿ ಮನಿಷಿ
ಎನ್. ಟಿ. ರಾಮರಾವ್/ಲತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ/ರಾಜಬಾಬು
ನಿರ್ದೇಶನ/S.D.ಲಾಲ್ ಈಸ್ಟ್‌ಮನ್ ಕಲರ್
ಸಂಗೀತ/ಸತ್ಯಂ
SUDHA CHITRA RELEASE
ವಿಶೇಷ ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು: ಸಂಗಮ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31ರಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ದರಗಳಲ್ಲಿ

पत्र सूचना कार्यालय

**PRESS INFORMATION BUREAU**

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1, | पत्र का नाम | Name of paper | हिन्दुस्तान | Hindustan |
| 2. | प्रकाशन स्थान | Published at | नई दिल्ली | New Delhi |
| 3. | तारीख | Dated | 8/11/74 | |


# स्वेस्तोस्लाव रोरिक के चित्रों की प्रदर्शनी रूस में होगी

(हमारे कार्या. संवाददाता द्वारा)

नई दिल्ली, ७ नवम्बर। रूस में जन्मे भारतवासी चित्रकार श्री स्वेस्तोस्लाव रोरिक, जिनका विवाह भारतीय मूक चलचित्रों की प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीमती देविका रानी के साथ हुआ है, अपने २०० चित्रों के साथ परसों मास्को जा रहे हैं जहां वे प्रसिद्ध भैतियाकोव कला दीर्घा में एक मास तक प्रदर्शित किए जाएंगे।

स्वस्तोस्लाव के चित्रों की प्रदर्शनी सोवियत संघ की कला अकादमी के निमत्रण पर लग रही है। मास्को के बाद वह प्रदर्शनी सोवियत संघ के अनेक नगरों में की जाएगी।

रोरिक के चित्रों को रूस ले जाने के लिए सोवियत संघ की सरकार अपना एक विशाल ए. एन.-१४ विमान नई दिल्ली भेज रही है।

रोरिक विश्व प्रसिद्ध स्व. कलाकार एवं पुरातत्व शास्त्री निकोलाई रोरिक के पुत्र हैं, जिनकी जन्म शताब्दी इस वर्ष दुनिया के देशों में मनाई जा रही है। स्वेस्तोस्लाव १३ वर्ष बाद रूस जा रहे हैं। उनकी पत्नी उनके साथ जा रही हैं।

श्री स्वेस्तोस्लाव ने आज एक पत्र संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि मैं तो यथार्थवादी चित्रकार हूं और सौंदर्य तथा यथार्थ को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने में विश्वास नहीं रखता। मैं जीवन को ऐसे ही सहज रूप में देखता हूं, जैसा प्रकृति ने उसे बनाया है।

पसूका—44

P.I.S. 44

N/J(D)84PIB—30,000—13-10-73—GIPS

# अनोखी और विचित्र बातें

—❀—

[ लेखक—यत्र-तत्र-सर्वत्र ]

### फोटो और ग्रामोफोन द्वारा इलाज

मानसिक चिंताओं के कारण मनुष्य को बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसको अच्छा करने के लिए पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक बहुत समय से प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें अधिक सफलता तो नहीं मिली, पर हां कुछ सफलता अवश्य मिली है। हाल ही में डाक्टर डी० रेडवन ने जो कि विएना के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, कुछ ऐसी खोजें की हैं, जिनके द्वारा वे संसार के किसी भी हिस्से में रहने वाले मनुष्य की मानसिक चिंताएँ हटा सकते हैं। यह अपना इलाज "हिप्नोटिज्म" के द्वारा करते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी आंखों का एक फोटो लिया, और ग्रामोफोन के कुछ रिकार्डस भरवाए। इनका कहना है कि इसके द्वारा मनुष्य की सब चिंताएँ दूर हो जावेंगी। इसका प्रयोग उन्होंने विएना के मनोवैज्ञानिकों की सभा में बतलाया है। आदमी जिस पर यह प्रयोग

### पसली तोड़ अभिनय

अभिनेता का अभिनय तभी सफल समझा जाता है, जब कि वह प्रेक्षकों के हृदयों में यह भाव जमा दे कि जो कुछ हो रहा है वह नाटक नहीं है पर असलियत है। इसके लिए अभिनेता को पार्ट के साथ तदनुरूप हो जाना पड़ता है। बुडापेस्ट का एक मुख्य अभिनेता, अभिनेत्री हन्ना हान्थी से रंगमंच पर प्रेम याचना कर रहा था। अपना प्रेम प्रगट करने में उसने उस अभिनेत्री का इतने जोर से चुम्बन किया कि वह बेहोश हो गई। अस्पताल में जब वह लाई गई तब यह पाया गया कि उसकी पसलियां टूट गई हैं। उस समय से जब कभी उक्त अभिनेत्री उसके साथ रंगमंच पर काम करती है तब फौलाद का कवच अंदर पहिन लेती है।

### रेल की गति ९६ मील प्रति घंटा

शेल टेनम फ्लायर ने जो कि संसार में सब से तीव्र गति की रेलवे समझी जाती है,

## क्या सचमुच ऐसा ?

यह सुना जाता है कि सत्य कल्पना की अपेक्षा सदैव आश्चर्यमय रहता है। और इसी लिये ऐसा होता है कि जब पहले पहल कितने ही मनुष्यों के सम्मुख सत्य का पर्दा खुल जाता है, तब आश्चर्य से उनके मुंह से निकल पड़ता है—क्या सचमुच ऐसा है ?—यह सवाल आप ही आप हमारे मुँह से निकल पड़ता है। और इसका उत्तर होता है—"हां, यह ऐसा है"। हम लोगों का जीवन ज्ञान प्राप्त करने के लिये ही है।

किसी ऐसे आदमी को उदाहरण स्वरूप लीजिये, जो लन्हुरूटन है, तन्दुरुस्त है बुद्धिमान है और उसमें जानने की अभिलाषा भी है। पर परिस्थिति वश, जिसके लिये वह स्वयं ही उत्तरदायी नहीं है, किसी हितकर भोग्य पदार्थ या पेय से तब तक वह अपरिचित ही रह जाता है, जब तक उसका कोई दोस्त उसके सामने वह चीज नहीं ला रखता। अतः यह स्वाभाविक है कि उसका पहले पहल उपयोग करने में उसे थोड़ी हिचकिचाहट होती है। अपने दोस्त के लुभावने उपहार को ग्रहण करने के पहले उसको उसके विषय में समझाना और राज़ी करना पड़ता है। इसमें

सिनेमा जगत—

# बाल हत्या या खूने नाहक

—०—

[ लेखक—श्री नन्दकिशोर तिवारी ]

निर्माता—ईष्टर्न आर्ट फिल्म कम्पनी, बम्बई।

परिचालकः (डाइरेक्टर) | श्री राम दरयानी

कथानक लेखक—श्री एस दरयानी

ध्वनि आलेखक—वी एस कोठारी

प्रधान पात्र : डी मालिक, दादा भाई सर्कारी, फीरोज दस्तूर, क्रमशः 'ठाकुर', प्रताप व चांद के रूप में।

प्रधान पात्रियाँ—मिस शान्ता कुमारी, चांद कुमारी—क्रमशः चम्पा व सूर्य कुमारी के रूप में।

———

ईष्टर्न आर्ट ने पहले 'प्रेम परीक्षा' फिर

स्कर समझा। फलस्वरूप उसकी दोनों आंखें निकाल ली गईं। और वह जङ्गल में डाल दिया गया। ईश्वरीय प्रेरणा से साधुओं ने उसे पाया और उन्होंने अनेक सेवा सुश्रूषा कर चाँद को भला चंगा कर दिया। नेत्रहीन 'चांद' जङ्गल में अपनी बहिन—चम्पा की याद में ही दिन रात बिताने लगा।

ठाकुर के भी एक पुत्र—मोहन, और एक पुत्री—सूर्य कुमारी थी। चांद और सूर्य कुमारी—बालपन के साथी थे। दोनों में बाल-सुलभ सात्विक प्रेम था। जिस समय ठाकुर चाँद की आंखें निकाल चुका था, वह चाँद को अपनी कटारी से सदा के लिए विदा कर देना चाहता था। परन्तु सूर्य कुमारी ने ही पिस्तौल दिखा कर अपने पिता को उक्त

हो जाती है—यह सोच कर कि उसके प्यारे साथी चांद की जैसी दशा सरे पिता ने की थी उसका यह उचित ही दण्ड है। चम्पा अपने पिता से यह राक्षसी कार्य करने को रोकती है प्रताप बदला लेने को तुला है। ठाकुर की क्षमा-याचना का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जङ्गल से इसी समय नेत्र-हीन चांद साधुमंडली के साथ आ जाता है। परिस्थिति बदल जाती है। ठाकुर को क्षमा मिल जाती है। सभी 'चांद' को जीवित देख आश्चर्य प्रकट करते हैं। अब चम्पा व मोहन, सूर्यकुमारी व चांद जीवन-संगी बनते हैं। खेल समाप्त हो जाता है।

फिल्म का संक्षेप में सारांश मूल कथानक का दिया गया है। अब उसकी कुछ अच्छाई-या और त्रुटियां क्रम से लिखी जाती हैं।

**कुछ अच्छाइयां** — (१) सतीत्व रक्षा के लिए चम्पा का अनेकानेक कष्ट सहन करना, पिता और भाई का कुछ भी मोह न करना स्त्रियों के हृदय में अच्छा प्रभाव पैदा करता है। (२) जिस प्रकार के मनोहर बाग बगीचों, फव्वारों के दृश्य इस फिल्म में देखने को मिले है, बहुत ही कम फिल्मों में देखे जाते हैं।

(२) देवी के सामने का रंगीन नृत्य अति ही सुन्दर है और प्राचीन नृत्य कला की ओर

### एशिया में—

रोरिक महोदय अमरीका में केवल ४ वर्ष रहे, तत्पश्चात् रोरिक म्यूजियम तथा कुछ अन्य अमरीकन संस्थाओं के तत्त्वावधान में "रोरिक अमरीकन मध्य ऐशियाई खोज पार्टी के नेता बन कर आप इस खोज के लिए चल पड़े। आपके साथ आपके विद्वान पुत्र डाक्टर जार्जेस रोरिक भी हैं। गत १० वर्ष से आप हिन्दुस्तान, तिब्बत, कराकोरम, चीन, आदि प्राच्य देशों में भ्रमण कर रहे हैं। इस भ्रमण में आपको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा है इसके विस्तृत वर्णन के लिए हजारो पृष्ठो की आवश्यकता होगी, किन्तु इतना यहाँ पर अवश्य लिख देना आवश्यक होगा कि इस यात्रा द्वारा मध्य ऐशिया-विषयक हमारे ज्ञान में बहुत वृद्धि हुई है, और साथ ही साथ कला तथा संस्कृति विषयक चित्रों, हस्तलिखित पुस्तकों, तथा अन्य वस्तुओं के रूप में प्रचुर सामग्री प्राप्त हुई है।

### रोरिक और भारतवर्ष

रोरिक महोदय भारतवर्ष के भक्त हैं। आपको भारतवर्ष से बहुत प्रेम है। आपने नग्गर नामक स्थान पर कुलू की रमणीय घाटी

अपने पैंतलिस वर्ष के जीवन में इस सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी सौदर्योपासक कलाकार ने तीन हजार से अधिक चित्रपट तैयार किये हैं, जो संसार के प्रायः सभी मुख्य देशों में फैले हुए हैं। औसत लगाने से एक चित्रपट लगभग पांच दिन में तैयार हुआ है। जिस पुरुष के सामने चित्र बनाने के अलावा विज्ञान, दर्शन, पुरातत्त्व तथा अन्वेषण सम्बन्धी हजारों काम हों, और फिर यात्रा, व्याख्यान, आदि का प्रोग्राम अलग हो वह किस प्रकार इस काम को कर सका होगा यह सोचने मात्र से आश्चर्य चकित होना पड़ता है। यह भी बात नहीं है कि उनके उत्साह में किसी प्रकार की कमी आई हो अथवा आराम करने को सोच रहे हों। सच पूँछिए तो उनकी नवीन रचनाओं में भी हमें उत्तरोत्तर विकसित स्फूर्ति का तथा एक उन्नति शील आत्मा का परिचय मिलता है। यह सब देखकर यह स्वीकार करना पड़ता है कि रोरिक महोदय एक अद्भुत व्यक्ति हैं।

उनकी कला के बारे में श्री रवीन्द्र के इस पत्र की कुछ पंक्तियां जो कि उन्होंने रोरिक के

### हालदार महोदय की भक्ति पुष्पाञ्जलि

भारतवर्ष के गौरव-स्वरूप प्रसिद्ध कलावन्त श्री असित कुमार हालदार महोदय लिखते हैं—

"प्राचा की यथार्थ कल्पना, जिसका लाक्षणिक आकार हमें विशद हिमालय में प्राप्त होता है वास्तव में आधुनिक जगत के श्रेष्ठतम रचनात्मक दार्शनिक द्वारा अनुभूत हुई है। वह हैं कलाकार निकोलस रोरिक। उन्होंने प्रकृति तथा मानव के छिपे हुए रहस्यों का सार खींच निकाला है और परदे के भीतर के अनन्त जीवन को पहुँचाना है। उन्होंने इसी जीवन में परमानन्द प्राप्त किया है वह आनन्द नहीं जो पृथ्वी की वस्तुओं से प्राप्त होता है वरन् वह आनन्द जो अनन्त में स्थित है। इस प्रकार हम उन्हें उत्कृष्ट चिन्तत तथा दैवी प्रेरणाओं का आगार तथा गहन और संस्कृत अपार शक्ति का केन्द्र कह सकते हैं"

### "रोरिक का मानव जाति के प्रति सन्देश"

महामना रोरिक ने समय समय पर बड़े गंभीर भाव प्रकट किए हैं। उनके शब्दों में विद्युत् की शक्ति है, जिसका असर सीधा हृदय पर होता है, मनुष्य बरबस सतमार्ग की ओर झुक जाता है और उसके हृदय में विश्व-प्रेम और विश्व बंधुत्व के पुनीत भाव लहरें मा-

# शांति का पुजारी कलाकार निकोलस रोरिक

[ लेखक—श्रीयुत रामचन्द्र टण्डन एम० ए०, एल० एल० बी० ]

### परिचय

संसार की उन महान विभूतियों में से जिन्होंने आधुनिक जगत के कल्याण के लिए महान प्रयत्न किया है निकोलस रोरिक भी एक हैं। आपका जन्म सन् १८७४ ई० १० अक्टूबर को, रूस के प्रसिद्ध नगर सेण्ट पीटर्सबर्ग में हुआ था, इनके पिता एक सुविख्यात बैरिस्टर थे। इनका घराना प्राचीन योद्धाओं का घराना था जिसका आदि स्थान स्कैंडि नेविया था। आपकी माता प्राचीन रूसी घराने की कन्या थीं।

### बाल्यकाल

बाल्यकाल से ही इस प्रसिद्ध कलाकार की प्रवृत्ति चित्रकला की ओर रही, और यह एक विशेष शैली के विकास की ओर संलग्न रहा। इनका सतत प्रयत्न इसी ओर कर चित्रकला तथा रेखांकन भी सीख कर उसमें स्नातक पद प्राप्त किया।

### उन्नति का सूत्रपात

रोरिक की उन्नति का इसी समय से सूत्रपात हुआ। पत्र पत्रिकाओं में लेख आदि लिखते रहने से यह प्रसिद्ध तो काफी हो ही चुके थे, इनके अदम्य उत्साह और कला प्रेम से चकित हो लोगों ने इन्हें अपने देश की ललित कलाओं को प्रोत्साहन देने वाली समिति द्वारा संचालित एक म्यूजियम (विचित्रागार) का सहकारी प्रबन्धक बना दिया

सर्वोत्तम चित्र माना गया। आप उसके उपलक्ष में पुरस्कृत तो हुए ही, साथ ही रूस की आर्कीटेक्चरल सोसायटी के सदस्य भी बना दिए गए। इस सोसायटी की सदस्यता निर्माण कला के उन आचार्यों को ही मिला करती है जिनका कला जगत में विशेष स्थान होता है।

### योरोप में

सन् १९१० ई० में आप प्रसिद्ध योरोपीय संस्था "कला जगत" के प्रथम सभापति हुए। आप कला के प्रचार के लिए रात्रि दिन प्रयत्न शील रहे। आपने रूस में कई साहित्यिक, पुरातत्व और कला सम्बन्धी संस्थाओं को और अजायबघरों को जन्म दिया और कई कला प्रदर्शनियां कराईं। रूस के बाहर भी आपके भक्तों की संख्या प्रायः सभी देशों में बढ़ चली थी, अतएव जहां जहां आप गए आप कला का प्रचार करते रहे और प्रदर्शिनियां करवाते रहे आपकी शैली का सर्वत्र आदर हुआ और आप के अनुयायिओं की संख्या भी दिन दिन बढ़ती गई।

### अमरीका में

सन् १९२० ई० में "शिकागो आर्ट इंस्टिट्यूट" की ओर से निमन्त्रण पाकर

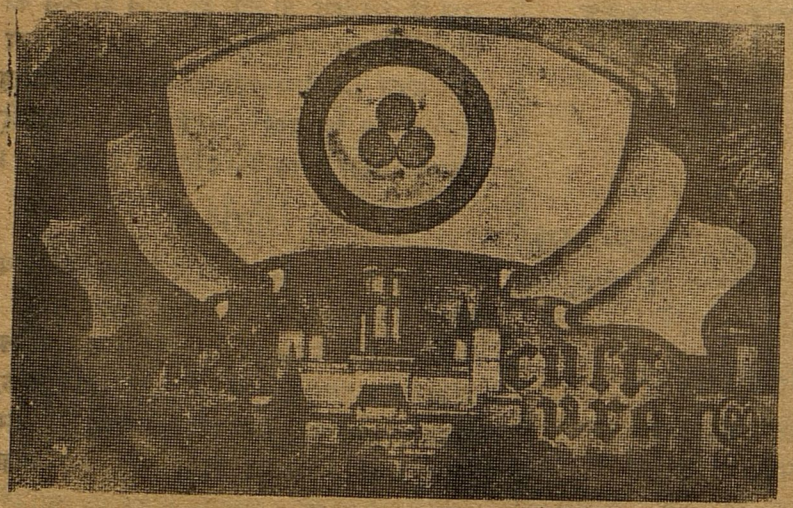

निकोलस रोरिक द्वारा निर्मित शांति पताका
इसे कई राष्ट्रों ने स्वीकार किया है

मेष-पाल "लेल"
इलाहाबाद म्यूनिसिपल म्यूजियम

"उजाला अंधकार पर विजय पाता है"
इलाहाबाद म्यूनीसिपल म्यूजियम

# महिला संसार

## स्त्री समाज की प्रगति किस ओर को

—o—

[ लेखक—श्री पर्णदास नैपाली ]

संसार परिवर्तनशील है। सृष्टि के आदि से ही संसार परिवर्तित होता आ रहा है और सृष्टि के अन्त तक भी संसार में परिवर्तन होता रहेगा। जो समाज किसी समय प्रगति के चरम सीमा तक पहुँच चुकी थी, वह भी प्रकृति के नियमानुसार अवनति के शोचनीय अवस्था पर पहुँचा है। और जो समाज पतन के अन्तिम सतह तक पहुँच चुकी है, वह भी एक दिन उन्नति के उस उज्जवलतम शिखर पर पहुँच चुकी है, जिसको प्राप्त करने में मनुष्य मात्र गौरवान्वित होते हैं। उत्थान के बाद पतन, पतन के बाद उत्थान तो लगा ही हुआ है। दिवस रात्रि का आमंत्रित करता है तो रात्रि-दिवस का आवाहन करती है।

वही गर्त पर पहुँची, जहां से उत्थान के लिए एक एक आत्मा चीख उठती है। फिर समय ने तकाज़ा किया कि वे सुषुप्त अवस्था से उठें। तब उनके हृदय में एक हूक उठी। आत्मा की पुकार सी उन्हें सुनाई दी। यदि उस समय वे इस पुकार को अवहेलना करती हुई अपनी उस अवस्था पर ही सन्तुष्ट रहती तो इसमें सन्देह नहीं था कि उनकी कब्र उसी समय खुदवानी पड़ती। पर नहीं, वे चिर-निद्रित नहीं हुईं। कुम्भकरण की नकल उन्होंने नहीं कीं। आत्मा की पुकार को उन्होंने पहिचाना और उसी के स्वरूप वे चलने लगीं। यह पुकार की पहिचान ही उनका उत्थान का पथ प्रदर्शक हो रहा है।

अर्धांगिनी पद से सुशोभित की है। अर्धांगिनी, जो उनके लिए निरर्थक था, वह अब उनके लिए अर्थयुक्त हो गया है। उसके अर्थ से वे अच्छी तरह परिचित हो चुकी हैं। उसके अर्थ अब वे शब्द तक ही परिमित नहीं रखना चाहतीं। वे चाहती है कि इसे कार्य रूप में परिणत करें। ये हुए जाग्रति की देन।

ऐसी जाग्रति के लक्षण देख किस देश हितैषी का सीना खुशी से न फूल उठेगा? अपनी मां का गौरव करने वाले अपने को क्यों न गौरवान्वित समझेंगे।

जब तक जाग्रति का अर्थ आत्योन्नति, राष्टीय उत्थान लगाया जाता है तब तक तो हमें इसकी कह बहुत होती है परन्तु उन्नति का अर्थ जब हम पाश्चात्य सभ्यता का अन्धानुकरण समझने लगेंगे तो हम इसे महत्व देने के बजाय ऐसे मनोवृत्ति को हेय समझेंगे। यही अन्धानुकरण का दोष हमारे उन्नत महिला समाज पर लगाया जा सकता है। वे सभ्यता के माने पश्चिमीय वेश-भूषा का वहां का रहन-सहन का नकल करना समझ लिया है। हाथ में बेग लटकाए ऊँची एड़ी का जूता

( १४ पेज का शेष )

जो उनके लिए हितकर है, वह हमें भी लाभदायक होगा, ऐसा सोचना मूर्खता है। किसी का क्यों न हो अच्छे गुणों का अनुकरण करना हम बुरा नहीं कहते। उनके अच्छे गुणों का तो वे अनुकरण कर रही हैं। नकल भी करने लगी हैं तो उसे, जिसे आज पश्चिमी संसार भी सभ्यता का शाप, उन्नति का कलङ्क समझता है।

यह अन्धानुकरण का मूल कारण न समझ कर सिर्फ हमारे महिला समाज पर ही दोष मढ़ने से भी काम नहीं चलेगा। जो सत्य है, उसके तरफ से आंख मूंद लेना उचित नहीं होगा। गौरांग हमारे शासक हैं और हम शासित। शासक की सभ्यता का असर शासित जाति पर अवश्य पड़ता है। और फिर संसर्ग सम्पर्क से भी ऐसा होना स्वाभाविक है। हम मुसलमानों की आधीनता का अनुभव कर आ चुके हैं। क्या उनकी संस्कृति, रहन-सहन, वेश-भूषा का छाप हमारे ऊपर नहीं पड़ा था। अवश्य पड़ा था। यह इतिहास के विद्यार्थी को अवश्य स्वीकार करना होगा। यह गुलामी की निशानी है, अपने ऊपर किसी का प्रभुत्व

रखें कि देश, काल परिस्थिति के अनुकूल वेष-भूषा, रहन-सहन, आचार-विचार होना चाहिए यह भी न भूलना चाहिए कि पूरब, पूरब की ओर ही रहेगा और पश्चिम, पश्चिम दोनों का सामांजस्य नहीं हो सकेगा। वहां की परिस्थिति भिन्न है और यहां की भिन्न वहां के जीवन की दृष्टि कोण तथा यहां की दृष्टि कोण में बहुत अन्तर है। वे अपने जीवन की सफलता भौतिक सफलता के तराजू पर तौलते हैं तो हम अपने जीवन को आध्यात्मिक कसौटी पर कसते हैं। वह भौतिक वाद जिसमें पड़ कर पाश्चात्य देश अपने आप को उस महा समर की धधकती हुई अग्नि में आहुती देने को तैयार बैठा है, अपने लिए हितकर होगा या आध्यातमिक बाद यह विचार को अपने हृदय में स्थान देना चाहिए। और यह भी स्मरण रहे कि किसी की गुलामी का तौक प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करने के बदले अपने स्वतंत्र पुराने संस्कृति तथा आदर्श को अपनाना कहीं श्रेयष्कर एक गौरव पूर्ण है।

——

## 'हिन्दुस्तान' की नियमावली

"हिंदुस्तान" प्रति सप्ताह मंगलवार को प्रकाशित होगा।

"हिंदुस्तान" का वार्षिक मूल्य ३) है, छमाही २), और तिमाही १।) और एक प्रति एक आने को मिलेगी। जो सज्जन ग्राहक बनना चाहें वे वी० पी० मगाने के बजाए अगर मनीआर्डर से दाम भेज दें तो इसमें हमें भी सुविधा रहेगी।

स्थायी विज्ञापनदाताओं के लिए विज्ञापन छपाई की दर लेखों; समाचारों आदि के सामने के स्थान में २०) पृष्ट और अन्यत्र १३॥) पृष्ट होगी। छोटे विज्ञापनों की दर ।=) फी इंच या इससे अधिक बार छपवाएंगे उन्हें ५ फी सैकड़ा कमीशन काट दिया जाएगा।

फुटकर विज्ञापानदाताओं के लिए विज्ञापन छपाई की दर =) फी लाइन और १॥) फी इंच होगी।

विज्ञापन की दर में कोई कमी नहीं होगी। कोई सज्जन इसके लिए पत्र व्यवहार न करें।

"हिंदुस्तान" में अश्लील विज्ञापन नहीं छापे

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

1. पत्र का नाम — आज

2. प्रकाशन स्थान — वाराणसी

3. तारीख — 9 OCT 1974

# निकोलाई रोरिक की महानता

**('युनेस्को' के निर्णय के अनुसार महान रूसी चित्रकार, विद्वान और गण्यमान व्यक्ति निकोलाई रोरिक (०८७४-१९४७) की जन्मशती इस वर्ष ९ अक्तूबर को मनायी जा रही है।)**

निकोलाई रोरिक का जन्म सेंट पीटर्सबर्ग के एक नोटरी परिवार में हुआ था। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय के ललितकला अकादमी और विधि विभाग में अध्ययन किया। रोरिक को जीवन में शीघ्र ही प्रसिद्धि मिल गयी। उनकी प्रदर्शनियां निरपवाद रूप से सफल रहीं। जैसाकि एक अमरीकी समाचारपत्र ने लिखा, उनकी हर प्रदर्शनी ने तहलका मचा दिया। संग्रहालय और व्यक्तिगत चित्र दीर्घाओं के स्वामी इस रूसी चित्रकार की कृतियों को खरीदने के सपने देखा करते थे।

कला समीक्षक रोरिक की कृतियों को अनेक कालों में बांटते हैं। लेकिन "रूसी काल" प्रमुख था और वह जीवनपर्यंत रहा। रोरिक ने नार्वे के प्राकृतिक दृश्यों के और हिमालय पर्वत श्रृंखला के चित्र अंकित किये, अमरीकी भूदृश्यों एवं तिब्बत की देवस्थानों के चित्र बनाये। पर हर चित्रण में और हर वस्तु में वह कुछ ऐसा प्रदर्शित करते थे, जो उनका निजी हो। उनका यह विश्वास था कि कला को जनगण में तादात्म्य भाव उत्पन्न करना चाहिए और उन्हें उस न्यायोचित एवं सुखपूर्ण जीवन के योग्य बनाना चाहिए, जो मानवजाति के लिए भविष्य में नियत है।

अपने विद्यार्थी जीवन में ही निकोलाई रोरिक एशिया की ओर उसके प्राचीन दार्शनिकों की शिक्षाओं की ओर, उसकी उत्कृष्ट कला-कृतियों, प्राचीन काल के स्मारकों की ओर आकृष्ट हो गये थे।

उनके ७३ वर्षीय जीवन में से ४२ वर्ष रूस में व्यतीत हुए और बाकी के २० वर्ष भारत में और १० से ऊपर वर्ष योरप, अमरीका, अफ्रीका और एशिया के विस्तृत भ्रमण में व्यतीत हुए।

रोरिक ने अपने अभियानों के दौरान अत्यंत मूल्यवान नृशास्त्रीय सामग्री तथा विभिन्न रुचिकर वस्तुओं का संग्रह किया, भारतीय कला-कृतियों का तथा मंगोलियाई और तिब्बती महाकाव्यों का अध्ययन किया।

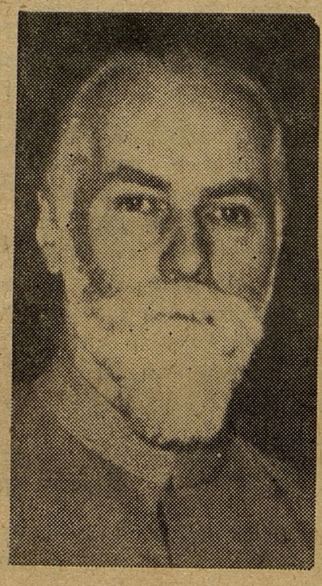

निकोलाई रोरिक

चित्रकार रोरिक, मानवतावादी रोरिक, देशभक्त रोरिक, अंतर्राष्ट्रीयतावादी रोरिक से अभिन्न नहीं हैं। चित्रकार और लेखक, कवि एवं इतिहासज्ञ, दार्शनिक एवं यात्री अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में वे अपनी मातृभूमि के प्रति, मित्रता एवं शांति के प्रति समर्पित थे।

जवाहरलाल नेहरू ने रोरिक के कार्यकलाप के आयाम व विविधता का और उनकी सृजनात्मक प्रतिभा का एकाधिक बार उल्लेख किया था। नेहरू उन्हें महान चित्रकार, बहुत बड़ा विद्वान एवं लेखक, पुरातत्वज्ञ और अन्वेषक मानते थे, जिसने मानव-प्रयास के अनेक पहलुओं का स्पर्श किया और उन्हें विकसित किया।

जब द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ा तो रोरिक भारत में थे। वह यहां पर १९३५ से रह रहे थे और उन्होंने अपना अभियान पूरा कर लिया था तथा उसके बाद एकत्र सामग्री पर कार्य किया था। भारतीय जन के मुक्ति आंदोलन को समर्थन प्रदान करने के लिए तथा देश की संस्कृति व कला के प्रति उनके प्रेम व ज्ञान के कारण रोरिक को भारत में बहुत लोकप्रियता और सम्मान प्राप्त था।

निकोलाई रोरिक ने एक बार भी यह सन्देह व्यक्त नहीं किया कि फासिज्म की ताकतों पर सोवियत जनता की विजय नहीं होगी। उन्होंने सोवियत संघ पर हिटलर द्वारा विश्वासघातपूर्ण आक्रमण के तत्काल बाद यह बात समाचारपत्रों के माध्यम से कही और अपने चित्रों द्वारा व्यक्त की। उस काल के चित्र हैं: "इगौर का युद्ध अभियान", "पक्षधर" और विजेता"।

उन्होंने ही अमरीकी-रूसी सांस्कृतिक संघ के गठन में पहल की, जिसके सदस्यों में अर्नेस्ट हेमिंग्वे, रौकवेल केंट और चार्ली चैप्लिन शामिल थे।

द्वितीय विश्वयुद्ध की तोपें अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थीं कि रोरिक ने सोवियत संघ लौटने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन ऐसा हो न सका। बीमारी के कारण वे बिस्तर पर पड़ गये। जब तक उनके लौटने की तैयारियां पूरी हुई वे चल बसे। उन्होंने अपने जिन चित्रों की वसीयत राष्ट्र के नाम की थी, उन्हें उनके पुत्र यूरी सोवियत संघ ले आये।

■ जी. पेत्रोस्थान

प. सू. का. 87
GMGIPND—Jo

# ಪ್ರಜಾವಾಣಿ

ಸಂಪಾದಕ : ಟಿ. ಎಸ್. ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್

PRAJAVANI ಬೆಂಗಳೂರು ಶುಕ್ರವಾರ ೧೧–೪–೧೯೭೫ CITY

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಶುಕ್ರವಾರ 11ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 1975 ಪುಟ 5

ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದ ಸ್ವೆಟೊಸ್ಲಾವ್ ರೋರಿಕ್ ಅವರನ್ನು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ. ದೇವರಾಜಅರಸು ಕಲಾವಿದ ರೋರಿಕ್, ವಿಧಾನಸಭಾ ಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕೆ. ಎಸ್. ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ರೋರಿಕ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ದೇವಿಕಾರಾಣಿ ರೋರಿಕ್ ಅವರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

पालकी

और अब प्रकाशित हो रहा है

**पालकी** पाक्षिक का

टेलीविजन विशेषांक

टेलीविजन जगत

के बारे में अभूतपूर्व सामग्री

और टेलीविजन के पर्दे पर

# परिक्रमा

## रोरिख की मास्को विजय

उस दिन प्रसिद्ध चित्रकार सवस्तेलोव रोरिख से भेंट हुई। वह और उनकी पत्नी श्रीमती देविका रानी तीन मास के रूस प्रवास के पश्चात स्वदेश लौटे थे। रोरिख दम्पत्ति मास्को और लेलिनग्राड गये थे जहां सवस्तेलोव और उनके स्वर्गीय पिता निकोलस रोरिख के चित्रों की कला प्रदर्शनी आयोजित हुई थी। सवस्तेलोव की चित्रकला प्रदर्शनी अभी भी लेनिन ग्राड में चल रही है।

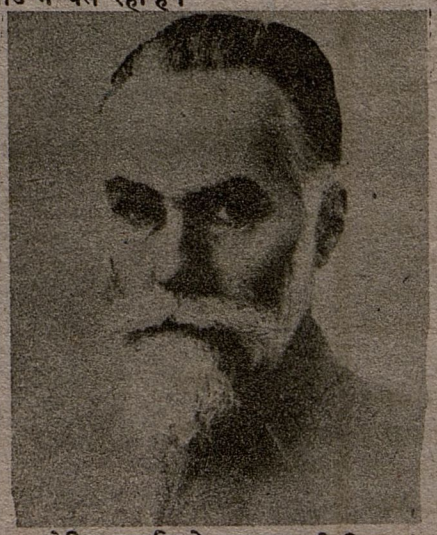

रोरिख दम्पत्ति से जब-जब भी मिला हूं, उनके व्यक्तित्व ने तथा इससे भी अधिक भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा ने इतना प्रभावित किया है कि लगता है कि भारतीय संस्कृति तथा भारतीय जीवन दर्शन के जितने सुलझे हुए व्याख्याकार रूस में जन्में भारत में रहे सवस्तेलोव रोरिख हो सकते हैं, उतने अच्छे-अच्छे भारतीय व्याख्याकार नहीं हो सकते।

यही कारण है कि अबकी बार मैंने चित्रकार रोरिख से आग्रह किया कि वे भारती संस्कृति से सम्बद्ध अपने लेखों और भाषणों को सम्पादित करके अवश्य प्रकाशित कराएं।

रूस यात्रा की चर्चा करते हुए रोरिख दम्पत्ति ने बताया कि चौहद वर्ष पूर्व देखे रूस और आज के रूस में उल्लेखनीय अन्तर आ चुका है। न केवल नगरों और कस्बों में व्यापार निर्माण कार्य तो हुआ ही है। साक्षरता ने सामान्य जन में अध्ययन के प्रति अपार उत्साह जागृत कर दिया है।

प्रदर्शनियों के दौरान हजारों लोग रोरिख दम्पत्ति से मिले और उन्होंने चित्रकला, संस्कृति अध्यात्मवाद आदि कितने ही विषयों पर बात चीत की। सवस्तेलोव ने बताया कि मिलने वालों का सिलसिला जो सुबह नौ बजे आरम्भ होता था तो फिर दोपहर के भोजन को छोड़ सध्या तक चलता था। यही वजह है कि मैं इन तीन महीनों में चाह कर भी एक पेंटिंग न कर सका।'

## अलबिदा मुनव्वर

सोमवार ४ फरवरी की आधी रात को एक बार दुर्घटना में उत्तर भारत के लोकप्रिय फिल्म प्रचारक, पुराने पत्रकार और मेरे घनिष्ट मित्र श्याम सुन्दर मुनव्वर का स्वर्गवास हो गया। इस कार में पांच अन्य पत्रकार भी थे जो बाल-बाल बच गए। दुर्भाग्य से मुनव्वर भाई के सर पर इतनी जोर की चोट लगी कि उनकी तत्काल मृत्यु हो गई।

मुनव्वर भाई ने भारत विभाजन से पूर्व लाहौर में एक पत्रकार के रूप में अपना जीवन आरम्भ किया था। स्वाधीनता के बाद वह दिल्ली आ गए और तब से वह वहां 'चित्रों' के सहयोगी सम्पादक तथा फिल्म प्रचारक के रूप में कार्य कर रहे थे। पिछले पच्चीस वर्षों में हम लोगों में कई बार सिद्धान्तों और विचारों को लेकर तकरारें भी हुईं पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि बोलचाल बन्द हुई हो। जब कभी मुंह चढ़े भी तो वह यह कहकर सब गिले शिकवे धो डालते थे कि—कभी हम तुम में भी चाह थी तुम्हें याद हो कि न याद हो।

फिल्म प्रचारक होने के बावजूद उन्होंने सदा पत्रकारों का साथ दिया और हमेशा इस बात का प्रयास किया कि हर पत्रकार को पूरा मान मिले।

इसमें सन्देह नहीं कि मुनव्वर भाई की मौत ने जहां फिल्म जगत से एक अच्छा प्रचारक छीन लिया वहां पत्रकार बिरादरी का एक अच्छा दोस्त भी छीन लिया।

## पुरुष स्ट्रिपर

स्ट्रिप गर्ल्स का नाम तो आपने अवश्य सुना होगा। हमारे यहां के कुछ महानगरों में जो बड़े-बड़े होटल हैं उनमें कैबरे के दौरान स्ट्रिपडांस भी होते हैं। अन्तर है तो बस इतना कि पश्चिमी देशों में स्ट्रिप गर्ल्स पूर्णतया निवस्त्र हो जाती हैं। भारत में कैबरे कानून अंगिया और जांघिया उतारने की अनुमति नहीं देता।

खैर आज मैं आपको एक स्ट्रिप-मैन से मिला रहा हूं। इस पुरुष स्ट्रिपर का नाम ब्रेयन जेसन है। २५ वर्षीय जैसन का वक्ष ४५ इन्च कमर २८ इन्च तथा नितम्ब ३६ इंच है। इस स्ट्रिप मैन का काम है महिला क्लबों और महिलाओं की पार्टियों में जाकर स्ट्रिप होना।

आम तौर पर ब्रेयन क्लबों में मंच पर पूरे वस्त्र पहन कर आता है और फिर हंसते, मजाक करते एक-एक करके उन्हें उतारता है। ब्रेयन ने यह स्वीकार किया है कि कुछ पार्टियों में उससे पूर्णतयः निर्वस्त्र होने को भी कहा जाता है। पर अन्तिम वस्त्र अर्थात नीला जांघिया वह बहुत सोच समझकर उतारता है।

ब्रेयन का कहना है कि सामान्यतः युवतियां उसके साथ छीना झपटी नहीं करतीं। हां अपने फोन नम्बर और पते अवश्य थमा देती हैं। पर एक बार एक पार्टी में १५ युवतियों के एक झुण्ड ने उस पर आक्रमण कर दिया था। 'मैंने बड़ी कठिनाई से अपने सम्मान की रक्षा की' उसने हंसकर कहा।

## लाल खतरा

बात लाल खतरे की है पर उस लाल खतरे की नहीं जिसका साम्यवादियों से है संबध है और न ही परिवार नियोजन के लाल तिकोन की।

यह किस्सा है एक जर्मन जोखिम रेफ्तिमेन का जिस पर पिछले दिनों पश्चिमी जर्मनी की एक कचहरी में जुर्माना किया गया। रेफ्तिमेन का अपराध था कि उसने आठ महीने की अवधि में लाल बालों वाले तीन व्यक्तियों की पिटाई कर दी थी।

जब कचहरी में उससे पूछा गया कि आखिर वह लाल बालों वाले व्यक्तियों को क्यों पीटता है तो उसने कहा कि वह एक वर्ष से बहुत परेशान है। करीब एक साल हुआ एक दिन उसकी पत्नी ने आधी रात को कहा कि अभी अभी उसने एक सपना देखा है। सपने में परमात्मा ने उससे कहा कि लाल बालों वाले राक्षस से अपनी रक्षा करो।' उस दिन से मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं सोती। यही वजह है कि जब कभी भी मैं किसी लाल बालों वाले इन्सान को देखता हूं मुझे भय होता है कि कहीं यही वह व्यक्ति न हो।'

—क० श्रीवास्तव

"आओ पिकनिक चलें" फोटो फीचर बहुत पसन्द आया। दूसरे लेख भी अच्छे रहे लेकिन 'चटखारे' की कमी खटकती रही। पालकी का इतनी बेताबी से इन्तजार रहता है लेकिन इस बार आपने हमें निराश कर दिया। कृपया कार्टून और चटखारे अवश्य दिया करें।

**विनय, भागलपुर**

पालकी का द्वितीय अंक मेरे सामने है। 'टूटने के बाद' कहानी के लेखक को हमारी ओर से धन्यवाद। आशा है आप भविष्य में भी ऐसी ही कहानियां छापेंगे। राना रेज का लेख भी पसन्द आया। 'मेरी नजर में' में तीन फिल्म रिव्यू में वास्तव में फिल्मों की सही तसवीर खींची गई है। हमें उम्मीद है कि भविष्य में इस पृष्ठ पर अपने विचार इसी भांति देते रहेंगे। ऐसे निर्भीक रिव्यू सभी दें तो हिन्दी फिल्मों का घिसा पिटापन निश्चय ही दूर हो सकता है।

**अरुण निगम, दिल्ली**

पालकी का फरवरी (द्वितीय) अंक पढ़ा। राना रेज का लेख बहुत पसन्द आया। 'सहारे के मोहताज ये सितारे' के बारे में मुझे खेद से कहना पड़ता है कि जिन सितारों के बारे में बी. सुशीला ने लिखा है वे सितारे अपनी फिल्मों में काफी उभरे हैं राजकुमार और शशी कपूर जैसे सितारों को भी सहारे के मोहताज बना दिया यह बिलकुल सही नहीं उतरता।

पालकी ने इंस्टीट्यूट के छात्र-छात्राओं से हमें अवगत करवाया इसकी खुशी है कि विभिन्न प्रदेशों के भावी कलाकारों का परिचय प्राप्त हुआ।

**सुजाता, कानपुर**

**पारिवारिक पत्रिका**

फिल्म के साथ-साथ पालकी एक पारिवारिक पत्रिका भी है इसकी हमें हार्दिक प्रसन्नता है। इसमें कुछ लेख युवा वर्ग के लिए बहुत सहायक सिद्ध होते हैं मुझे आशा है आप इसे चटखारे से वंचित नहीं करेंगे। इस अंक में आपने चटखारे नहीं दिये हैं।

पालकी के फरवरी अंक में जरीना वहाब और विद्यासिन्हा पर लेख पसन्द आए। जब आपने पालकी आरम्भ की थी तो आप इसमें "आप पूछिए हम बतायें" 'फिल्म समीक्षा' और 'सरे राह चलते चलते' इत्यादि स्तम्भ दिया करते थे लेकिन अब जब पालकी हमारी कमजोरी बन चुकी है आपने इन स्तम्भों को बंद कर दिया। कृपया इन्हें फिर शुरू करें। आपसे एक अनुरोध भी है कि आप इसमें "पत्र-मित्र" स्तम्भ भी शुरू करें।

**—ओमप्रकाश मक्कड़, नई दिल्ली**

[फिल्म समीक्षा मौजूद है। 'सरे राह चलते चलते' के स्थान पर 'परिक्रमा' ले ली है। रह गए 'आप पूछिए हम बताएं' को पुनः आरम्भ करने पर विचार हो रहा है। —सं.]

## आप भी लिखिए

### डाक तार विभाग कितना जागरूक

इस वर्ष २६ जनवरी को गणतन्त्र दिवस पर डाक तार विभाग ने एक विशेष डाक टिकट जारी किया। टिकट बहुत सुन्दर है लेकिन उसमें तार-विभाग द्वारा एक भयंकर गलती होने के कारण टिकट की रौनक जाती रही। टिकट का मूल्य २५ पैसे है, लेकिन टिकट पर २५ छपा हुआ है उसके आगे पैसे या रुपये नहीं छापे गये हैं। यदि ऐसा जानबूझ कर किया गया है तो इसका कारण समझ में नहीं आया। डाक-तार-विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रमाणिकता के लिए टिकट भी हाजिर हैं।

**—राजेश सिंघल, (विदिशा)**

### शिल्पकार की खोज

मेरा आपसे अनुरोध है कि 'पालकी' पत्रिका में एक ऐसा भी स्तम्भ होना चाहिए जिसके जरिये फिल्मी दुनिया से सम्बन्धित सवालों का जवाब 'पालकी' द्वारा दिए गए। जैसे फिल्म 'मुगले आज़म' में शिल्पकार का रोल किस कलाकार ने किया था। जिसका उत्तर मुझे मालूम नहीं है।

धन्यवाद

**शशि कपूर रामदेव, बीकानेर**

[सुझाव विचाराधीन है। फिल्म 'मुगल-ए-आजम' में शिल्पकारकी भूमिका स्वर्गीय कुमार ने की थी। —सं.]

### अपूर्णता की शिकायत

'पालकी' जनवरी प्रथम १९७५ अंक मिला। इसमें भी उपकार चोपड़ा जी द्वारा व्यवसाय का चुनाव 'माडलिंग' लेख अपूर्ण है! शायद 'पालकी' ने भी आंख मीच कर ही इसे प्रकाशित कर दिया है।

श्री उपकार चोपड़ा जी से निवेदन करूंगा कि वह 'पालकी' में ही यह लिख कर भेजे कि इस व्यवसाय में प्रवेश कैसे पायें। कहां सम्पर्क स्थापित करना चाहिये। कुछ विज्ञापन एजेन्सियों के नाम भी अवश्य लिखें।

**एस. पी. कोहली, बरेली**

[एजेन्सीज के पते देने में व्यावहारिक कठिनाई है। व्यवसाय में रुचि रखने वालों को स्वयं माडलिंग अथवा विज्ञापन एजेन्सियों से संपर्क करना पड़ेगा।]

### साजिद नहीं

जनवरी १९७५ का नये कलाकारों के बारे में विशेषांक निकाला था पढ़कर बेहद खुशी हुई। हर एक नये कलाकारों से अच्छे ढंग से परिचय कराया। साथ में आपने उनके पते भी दिये। जिससे मैं आपका बहुत आभारी हूं। नये कलाकारों में एक कलाकार 'साजिद' अभिनेता को छोड़ दिया इसका दुख है। स्तम्भ में साजिद का न तो आपने चित्र दिया न ही उनकी आने वाली फिल्मों के नाम बताये।

**अलताफ अहमद, जोधपुर**

[साजिद नया कलाकार नहीं। यह १८ वर्ष पूर्व 'मदर इण्डिया' और फिर 'सन आफ इंडिया' में अभिनय कर चुका है। नायक के रूप में भी वह १९७३ में 'सवेरा' में आ चुका है सं०]


पालकी में अगली बार

रंग से सराबोर राष्ट्रीय पर्व होली के अवसर पर होली अंक

हंसने हंसाने वाली ढेर सारी पठनीय सामग्री चित्र, कार्टून - लेख

फिल्म जगत के कुछ माने हुए हंसोड़ के सतरंगे चित्र और दिलचस्प परिचय

दो कहानियां एक उपन्यास दर्जन भर लेख और हंसी के फव्वारे

और सभी प्रसिद्ध हास्य कलाकारों का परिचय

अपनी प्रति आज ही रिजर्व करा लें

बम्बई में अपार सफलता प्राप्त करने के साथ-साथ अब राजधानी में भी अपार सफलता प्राप्त कर रहा है

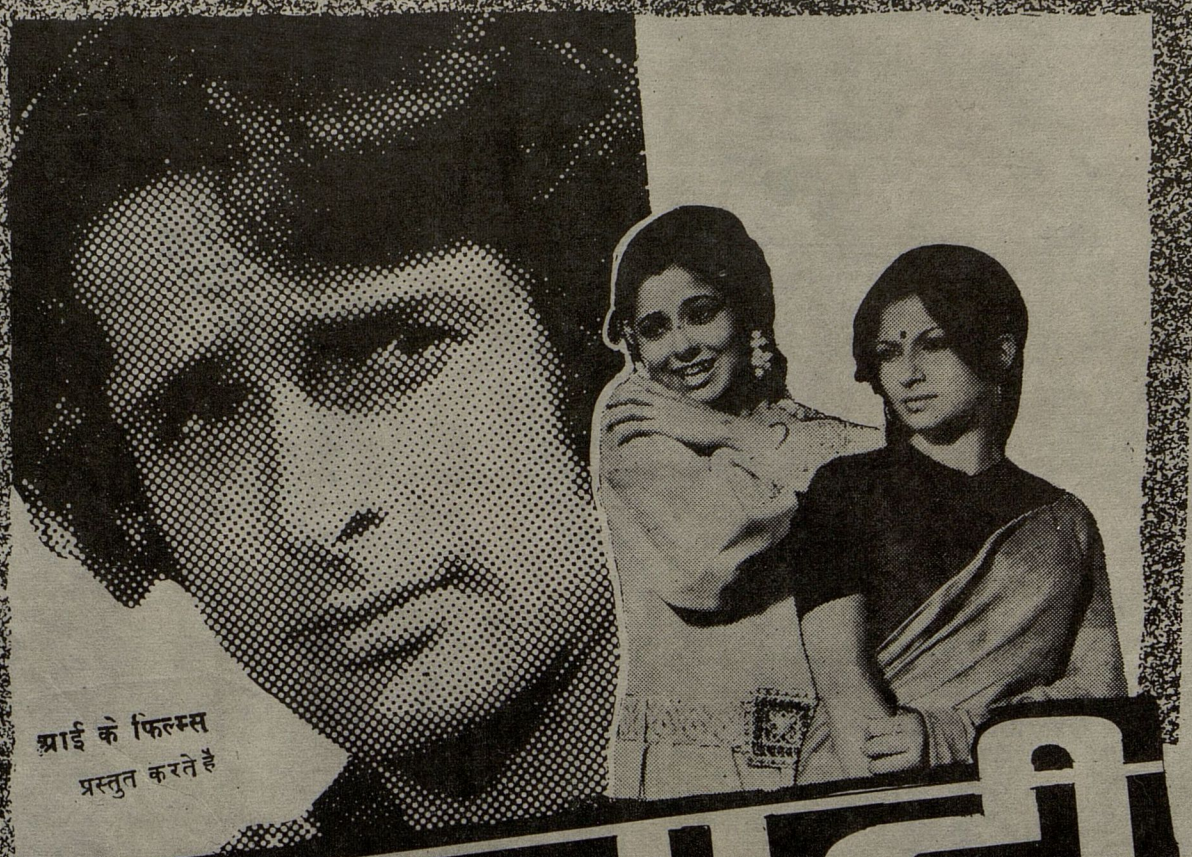

आई के फिल्म्स
प्रस्तुत करते है

# अनाड़ी

EASTMANCOLOR FAMOUS LAB

शशि कपूर
शर्मिला टैगोर
मौसमी चटर्जी

निर्देशक :
असित सेन

संगीत :
लक्ष्मीकांत प्यारे लाल

गीत :
मजरूह सुल्तानपुरी

निर्माता :
सतीश भल्ला
तथा
इन्दर कपूर

P.R.O. MOHAN SEHGAL

meera • prabhu

प्रचारक :
आई के फिल्म्स, इस्माइल बिल्डिंग, पहला माला ३८१, डी० एन० रोड, बम्बई-१ Tel.: 315516

Regd. No. D-(C) 445 **PALKI** HINDI FOURTNIGHTLY R. No. 23993/73

*For Circulation & Trade Enquiries Contact* "DREAM STAR' Pratap Bhawan, 5, B. S. Zafar Marg, New Delhi-110001.




**dream star**




MONTHLY FILM PICTORIAL

**dream star**

- First creative magazine from entire North India in English
- First magazine with 24 pages in four colours
- First Unique Endeavour in-Tourism

# पालकी

# परिक्रमा

## रोरिख की मास्को विजय

उस दिन प्रसिद्ध चित्रकार सवस्तेलोव रोरिख से भेंट हुई। वह और उनकी पत्नी श्रीमती देविका रानी तीन मास के रूस प्रवास के पश्चात स्वदेश लौटे थे। रोरिख दम्पत्ति मास्को और लेलिनग्राड गये थे जहां सवस्तेलोव और उनके स्वर्गीय पिता निकोलस रोरिख के चित्रों की कला प्रदर्शनी आयोजित हुई थी। सवस्तेलोव की चित्रकला प्रदर्शनी अभी भी लेनिन ग्राड में चल रही है।

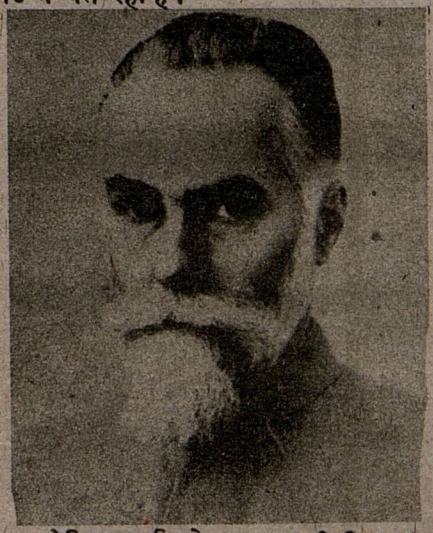

रोरिख दम्पत्ति से जब-जब भी मिला हूं, उनके व्यक्तित्व ने तथा इससे भी अधिक भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा ने इतना प्रभावित किया है कि लगता है कि भारतीय संस्कृति तथा भारतीय जीवन दर्शन के जितने सुलझे हुए व्याख्याकार रूस में जन्में भारत में रहे सवस्तेलोव रोरिख हो सकते हैं, उतने अच्छे-अच्छे भारतीय व्याख्याकार नहीं हो सकते।

यही कारण है कि अबकी बार मैंने चित्र-कार रोरिख से आग्रह किया कि वे भारती संस्कृति से सम्बद्ध अपने लेखों और भाषणों को सम्पादित करके अवश्य प्रकाशित कराएं।

रूस यात्रा की चर्चा करते हुए रोरिख दम्पत्ति ने बताया कि चौहद वर्ष पूर्व देखे रूस और आज के रूस में उल्लेखनीय अन्तर आ चुका है। न केवल नगरों और कस्बों में व्यापार निर्माण कार्य तो हुआ ही है। साक्षरता ने सामान्य जन में अध्ययन के प्रति अपार उत्साह जागृत कर दिया है।

प्रदर्शनियों के दौरान हजारों लोग रोरिख दम्पत्ति से मिले और उन्होंने चित्रकला, संस्कृति अध्यात्मवाद आदि कितने ही विषयों पर बात चीत की। सवस्तेलोव ने बताया कि मिलने वालों का सिलसिला जो सुबह नौ बजे आरम्भ होता था तो फिर दोपहर के भोजन को छोड़ सध्या तक चलता था। यही वजह है कि मैं इन तीन महीनों में चाह कर भी एक पेंटिंग न कर सका।'

## अलबिदा मुनव्वर

सोमवार ४ फरवरी की आधी रात को एक बार दुर्घटना में उत्तर भारत के लोकप्रिय फिल्म प्रचारक, पुराने पत्रकार और मेरे घनिष्ट मित्र श्याम सुन्दर मुनव्वर का स्वर्गवास हो गया। इस कार में पांच अन्य पत्रकार भी थे जो बाल-बाल बच गए। दुर्भाग्य से मुनव्वर भाई के सर पर इतनी जोर की चोट लगी कि उनकी तत्काल मृत्यु हो गई।

मुनव्वर भाई ने भारत विभाजन से पूर्व लाहौर में एक पत्रकार के रूप में अपना जीवन आरम्भ किया था। स्वाधीनता के बाद वह दिल्ली आ गए और तब से वह वहां 'चित्रों' के सहयोगी सम्पादक तथा फिल्म प्रचारक के रूप में कार्य कर रहे थे। पिछले पच्चीस वर्षों में हम लोगों में कई बार सिद्धान्तों और विचारों को लेकर तकरारें भी हुईं पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि बोलचाल बन्द हुई हो। जब कभी मुंह चढ़े भी तो वह यह कहकर सब गिले शिकवे धो डालते थे कि—कभी हम तुम में भी चाह थी तुम्हें याद हो कि न याद हो।

फिल्म प्रचारक होने के बावजूद उन्होंने सदा पत्रकारों का साथ दिया और हमेशा इस बात का प्रयास किया कि हर पत्रकार को पूरा मान मिले।

इसमें सन्देह नहीं कि मुनव्वर भाई की मौत ने जहां फिल्म जगत से एक अच्छा प्रचारक छीन लिया वहां पत्रकार विरादरी का एक अच्छा दोस्त भी छीन लिया।

## पुरुष स्ट्रिपर

स्ट्रिप गर्ल्स का नाम तो आपने अवश्य सुना होगा। हमारे यहां के कुछ महानगरों में जो बड़े-बड़े होटल हैं उनमें कैबरे के दौरान स्ट्रिपडांस भी होते हैं। अन्तर है तो बस इतना कि पश्चिमी देशों में स्ट्रिप गर्ल्स पूर्णतया निवस्त्र हो जाती हैं। भारत में कैबरे कानून अंगिया और जांघिया उतारने की अनुमति नहीं देता।

खैर आज मैं आपको एक स्ट्रिप-मैन से मिला रहा हूं। इस पुरुष स्ट्रिपर का नाम ब्रेयन जेसन है। २५ वर्षीय जेसन का वक्ष ४५ इन्च कमर २८ इन्च तथा नितम्ब ३६ इंच है। इस स्ट्रिप मैन का काम है महिला क्लबों और महिलाओं की पार्टियों में जाकर स्ट्रिप होना।

आम तौर पर ब्रेयन क्लबों में मंच पर पूरे वस्त्र पहन कर आता है और फिर हंसते, मजाक करते एक-एक करके उन्हें उतारता है। ब्रेयन ने यह स्वीकार किया है कि कुछ पार्टियों में उससे पूर्णतय: निर्वस्त्र होने को भी कहा जाता है। पर अन्तिम वस्त्र अर्थात नीला जांघिया वह बहुत सोच समझकर उतारता है।

ब्रेयन का कहना है कि सामान्यत: युवतियां उसके साथ छीना झपटी नहीं करतीं। हां अपने फोन नम्बर और पते अवश्य थमा देती हैं। पर एक बार एक पार्टी में १५ युवतियों के एक झुण्ड ने उस पर आक्रमण कर दिया था। 'मैंने बड़ी कठिनाई से अपने सम्मान की रक्षा की' उसने हंसकर कहा।

## लाल खतरा

बात लाल खतरे की है पर उस लाल खतरे की नहीं जिसका साम्यवादियों से है संबंध है और न ही परिवार नियोजन के लाल तिकोन की।

यह किस्सा है एक जर्मन जोखिम रेफ्ति-मेन का जिस पर पिछले दिनों पश्चिमी जर्मनी की एक कचहरी में जुर्माना किया गया। रेफ्तिमेन का अपराध था कि उसने आठ महीने की अवधि में लाल बालों वाले तीन व्यक्तियों की पिटाई कर दी थी।

जब कचहरी में उससे पूछा गया कि आखिर वह लाल बालों वाले व्यक्तियों को क्यों पीटता है तो उसने कहा कि वह एक वर्ष से बहुत परेशान है। करीब एक साल हुआ एक दिन उसकी पत्नी ने आधी रात को कहा कि अभी अभी उसने एक सपना देखा है। सपने में पर-मात्मा ने उससे कहा कि लाल बालों वाले राक्षस से अपनी रक्षा करो।' उस दिन से मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं सोती। यही वजह है कि जब कभी भी मैं किसी लाल बालों वाले इन्सान को देखता हूं मुझे भय होता है कि कहीं यही वह व्यक्ति न हो।'

—ब० श्रीवास्तव

# आप भी लिखिए

"आओ पिकनिक चलें" फोटो फीचर बहुत पसन्द आया। दूसरे लेख भी अच्छे रहे लेकिन 'चटखारे' की कमी खटकती रही। पालकी का इतनी बेताबी से इन्तजार रहता है लेकिन इस बार आपने हमें निराश कर दिया। कृपया कार्टून और चटखारे अवश्य दिया करें।

**विनय, भागलपुर**

पालकी का द्वितीय अंक मेरे सामने है। 'टूटने के बाद' कहानी के लेखक को हमारी ओर से धन्यवाद। आशा है आप भविष्य में भी ऐसी ही कहानियां छापेंगे। राना रेज का लेख भी पसन्द आया। 'मेरी नजर में' में तीन फिल्म रिव्यू में वास्तव में फिल्मों की सही तसवीर खींची गई है। हमें उम्मीद है कि भविष्य में इस पृष्ठ पर अपने विचार इसी भांति देते रहेंगे। ऐसे निर्भीक रिव्यू सभी दें तो हिन्दी फिल्मों का घिसा पिटापन निश्चय ही दूर हो सकता है।

**अरुण निगम, दिल्ली**

पालकी का फरवरी (द्वितीय) अंक पढ़ा। राना रेज का लेख बहुत पसन्द आया। 'सहारे के मोहताज ये सितारे' के बारे में मुझे खेद से कहना पड़ता है कि जिन सितारों के बारे में बी. सुशीला ने लिखा है वे सितारे अपनी फिल्मों में काफी उभरे हैं राजकुमार और शशी कपूर जैसे सितारों को भी सहारे के मोहताज बना दिया यह बिलकुल सही नहीं उतरता।

पालकी ने इंस्टीट्यूट के छात्र-छात्राओं से हमें अवगत करवाया इसकी खुशी है कि विभिन्न प्रदेशों के भावी कलाकारों का परिचय प्राप्त हुआ।

**सुजाता, कानपुर**

**पारिवारिक पत्रिका**

फिल्म के साथ-साथ पालकी एक पारिवारिक पत्रिका भी है इसकी हमें हार्दिक प्रसन्नता है। इसमें कुछ लेख युवा वर्ग के लिए बहुत सहायक सिद्ध होते हैं मुझे आशा है आप इसे चटखारे से वंचित नहीं करेंगे। इस अंक में आपने चटखारे नहीं दिये हैं।

पालकी के फरवरी अंक में जरीना वहाब और विद्यासिन्हा पर लेख पसन्द आए। जब आपने पालकी आरम्भ की थी तो आप इसमें "आप पूछिए हम बतायें" 'फिल्म समीक्षा' और 'सरे राह चलते चलते' इत्यादि स्तम्भ दिया करते थे लेकिन अब जब पालकी हमारी कमजोरी बन चुकी है आपने इन स्तम्भों को बंद कर दिया। कृपया इन्हें फिर शुरू करें। आपसे एक अनुरोध भी है कि आप इसमें "पत्र-मित्र" स्तम्भ भी शुरू करें।

**—ओमप्रकाश मक्कड़, नई दिल्ली**

[फिल्म समीक्षा मौजूद है। 'सरे राह चलते चलते' के स्थान पर 'परिक्रमा' ले ली है। रह गए 'आप पूछिए हम बताए' को पुनः आरम्भ करने पर विचार हो रहा है। —सं.]

## डाक तार विभाग कितना जागरूक

इस वर्ष २६ जनवरी को गणतन्त्र दिवस पर डाक तार विभाग ने एक विशेष डाक टिकट जारी किया। टिकट बहुत सुन्दर है लेकिन उसमें तार-विभाग द्वारा एक भयंकर गलती होने के कारण टिकट की रौनक जाती रही। टिकट का मूल्य २५ पैसे है, लेकिन टिकट पर २५ छपा हुआ है उसके आगे पैसे या रुपये नहीं छापे गये हैं। यदि ऐसा जानबूझ कर किया गया है तो इसका कारण समझ में नहीं आया। डाक-तार-विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रमाणिकता के लिए टिकट भी हाजिर हैं।

**—राजेश सिंघल, (विदिशा)**

## शिल्पकार की खोज

मेरा आपसे अनुरोध है कि 'पालकी' पत्रिका में एक ऐसा भी स्तम्भ होना चाहिए जिसके जरिये फिल्मी दुनिया से सम्बन्धित सवालों का जवाब 'पालकी' द्वारा दिए गए। जैसे फिल्म 'मुगले आजम' में शिल्पकार का रोल किस कलाकार ने किया था। जिसका उत्तर मुझे मालूम नहीं है।

धन्यवाद

**शशि कपूर रामदेव, बीकानेर**

[सुझाव विचाराधीन है। फिल्म 'मुगल-ए-आजम' में शिल्पकारकी भूमिका स्वर्गीय कुमार ने की थी। —सं०]

## अपूर्णता की शिकायत

'पालकी' जनवरी प्रथम १९७५ अंक मिला। इसमें भी उपकार चोपड़ा जी द्वारा व्यवसाय का चुनाव 'माडलिंग' लेख अपूर्ण है! शायद 'पालकी ने भी आंख मीच कर ही इसे प्रकाशित कर दिया है।

श्री उपकार चोपड़ा जी से निवेदन करूंगा कि वह 'पालकी' में ही यह लिख कर भेजे कि इस व्यवसाय में प्रवेश कैसे पायें। कहां सम्पर्क स्थापित करना चाहिये। कुछ विज्ञापन एजेन्सियों के नाम भी अवश्य लिखें।

**एस. पी. कोहली, बरेली**

[एजेन्सीज के पते देने में व्यावहारिक कठिनाई है। व्यवसाय में रुचि रखने वालों को स्वयं माडलिंग अथवा विज्ञापन एजेन्सियों से संपर्क करना पड़ेगा।]

## साजिद नहीं

जनवरी १९७५ का नये कलाकारों के बारे में विशेषांक निकाला था पढ़कर बेहद खुशी हुई। हर एक नये कलाकारों से अच्छे ढंग से परिचय कराया। साथ में आपने उनके पते भी दिये। जिससे मैं आपका बहुत आभारी हूं। नये कलाकारों में एक कलाकार 'साजिद' अभिनेता को छोड़ दिया इसका दुख है। स्तम्भ में साजिद का न तो आपने चित्र दिया न ही उनकी आने वाली फिल्मों के नाम बताये।

**अलताफ अहमद, जोधपुर**

[साजिद नया कलाकार नहीं। यह १८ वर्ष पूर्व 'मदर इण्डिया' और फिर 'सन आफ इंडिया' में अभिनय कर चुका है। नायक के रूप में भी वह १९७३ में 'सवेरा' में आ चुका है सं०]


पालकी
में
अगली
बार

रंग से सराबोर
राष्ट्रीय पर्व
होली
के अवसर पर
होली अंक

हंसने हंसाने
वाली ढेर सारी
पठनीय सामग्री
चित्र, कार्टून
लेख

फिल्म जगत
के कुछ माने
हुए हंसोड़
के सतरंगे चित्र
और दिलचस्प
परिचय

दो कहानियां
एक उपन्यास
दर्जन भर लेख
और
हंसी के फव्वारे

और सभी प्रसिद्ध
हास्य कलाकारों
का परिचय

अपनी प्रति आज
ही रिजर्व करा लें

बम्बई में अपार सफलता प्राप्त करने के साथ-साथ अब राजधानी में भी अपार सफलता प्राप्त कर रहा है

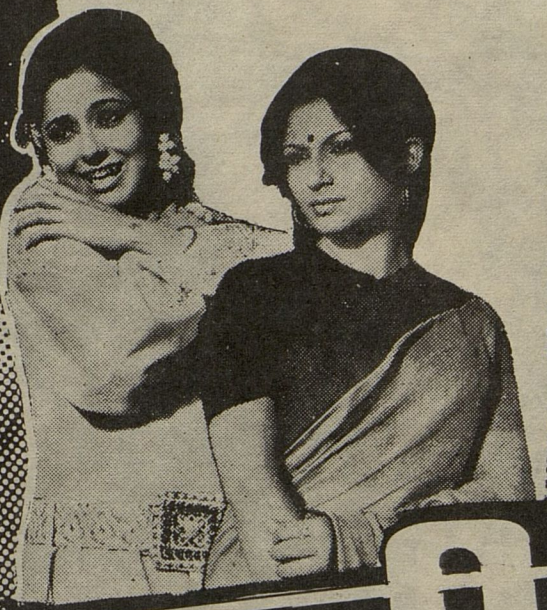

आई के फिल्म्स
प्रस्तुत करते हैं

# अनाड़ी

EASTMANCOLOR FAMOUS LAB

शशि कपूर
शर्मिला टैगोर
मौसमी चटर्जी

निर्देशक :
असित सेन

संगीत :
लक्ष्मीकांत प्यारे लाल

गीत :
मजरूह सुल्तानपुरी

निर्माता :
सतीश भल्ला
तथा
इन्दर कपूर

KENSEY BLOCK.

meera • prabhu

P.R.O. MOHAN SEHGAL

प्रचारक :
आई के फिल्म्स, इस्माइल बिल्डिंग, पहला माला ३८१, डी० एन० रोड, बम्बई-१ Tel.: 315516

Regd. No. D-(C) 445 PALKI HINDI FOURTNIGHTLY R. No. 23
For Circulation & Trade Enquiries Contact "DREAM STAR' Pratap Bhawan, 5, B. S. Zafar Marg, New Delhi-1100

COMING SHORTLY

STAR
IN STARS

dream star

dream star

- First creative magazine from entire North India in English
- First magazine with 24 pages in four colours
- First Unique Endeavour in Tourism

RS. 3

MONTHLY FILM MAGAZINE